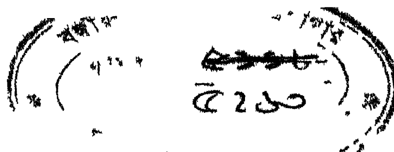


ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব

বা

আর্য্য-অনার্য্য-বুভুৎসা।

(শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের প্রতিবাদ)



প্রণেতা ও প্রকাশক

শ্রীপ্যারীমোহন দাস,

উকীল—সুনামগঞ্জ,

শ্রীহট্ট।



১৩২২।

মূল্য ।০ আনা।

PRINTED BY LALIT MOHAN ROY,
AT THE "LALIT PRESS",
25-2A, *Machua Bazar Street.*
CALCUTTA.

ভূমিকা।

শ্রীহট্ট জিলায় দাস নামে পরিচিত একটী গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় আছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনাহূত হইয়া এবং নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক রূপে নানা অলীক বিষয়ের অবতারণা করতঃ "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার" তাঁহাদিগকে গালি দিয়াছেন। নানা কারণে উক্ত গ্রন্থের প্রতিবাদ করা এতদিন উপেক্ষিত হইয়াছিল।

১৯১৫ ইং মার্চ্চ মাসে সুরমা-উপত্যকা-পাঠ্যনির্ব্বাচনী সভা (Surma Valley Text Book Committee) দ্বারা "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থখানা অনুমোদিত করাইয়া স্কুলে পাঠ্য করার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা হয়। ইহার ভাবি-ফলের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বিবেচনায় আমি এই 'ইতিবৃত্ততত্ত্ব বা আর্য্য-অনার্য্য-বুভুৎসা' তাহার প্রতিবাদচ্ছলে লিখিতে আরম্ভ করি এবং বিগত ১৫।৩।১৫ ইং তারিখে আসাম প্রদেশের মাননীয় অনারেবল ডিরেক্টর সাহেব ও সুরমা-উপত্যকা-স্কুল সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব সমীপে একই মর্ম্মে সবিশেষ বর্ণনায় দুই খানা প্রতিবাদাত্মক চিঠি প্রেরণ করি এবং সেই

সময়ে শ্রীহট্ট জিলাস্থ আমাদের স্বজাতীয় কেন্দ্র সমূহের প্রধান প্রধান ব্যক্তির নিকট ঐ বিষয় সবিশেষ জ্ঞাপন করি। ঐ সকল কেন্দ্রের অনেক স্থান হইতেও প্রতিবাদাত্মক চিঠি প্রেরণ করা হয়। ফলে ঐ গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য হইবে না বলিয়া সদাশয় ডিরেক্টর সাহেব আমাকে ১৯১৫ ইংরাজী ২৬ শে জুন তারিখের লিখিত তাঁহার ৫৪০১ নং চিঠি দ্বারা জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, There is no prospect of the History of Sylhet being prescribed for use in our school. আমরা এজন্য মাননীয় ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার এই ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব বা আর্য্য-অনার্য্য-বুভুৎসার লিখন কার্য্য শেষ হইলে তাহার একখানা প্রতিলিপি উল্লিখিত কেন্দ্র সমুহের কতিপয় নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করি। তাঁহাদের কেহ কেহ কোন কোন বিষয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে প্রস্তাব করিয়া, তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। তদনুসারে এই ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব প্রকাশিত হইল।

ছাতকের শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ ও শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীহট্টের খ্যাতনামা উকিল

শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বিনোদ দাস পুরকায়স্থ, বোয়াল জুরের শ্রীযুক্ত বাবু শশী নাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদ নাগর চৌধুরী, সুখাইড়ের শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র কুমার চৌধুরী, জয়শ্রীর শ্রীযুক্ত বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, রাজা-নগরের শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চৌধুরী, গৌরারঙ্গের শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ চৌধুরী ও লাউড়ের শ্রীযুক্ত গোস্বামী জয়নাথ কবিরত্ন মহোদয়গণ এই ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যে ভাবে উৎসাহ ও উপ-দেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট নানা-প্রকারে কৃতজ্ঞ।

বরিশাল জিলার কুলীনব্রাহ্মণ-সন্তান সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ মুন্‌সেফ এবং নারায়ণ পণ্ডিতের বংশধর সুনামগঞ্জের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীজয় ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশে মৎপ্রণীত এই ইতিবৃত্ত তত্ত্বের পাণ্ডুলিপি (Manuscript) আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কতিপয় অশুদ্ধি শোধন করিয়া দিয়াছেন। আমি এজন্য তাঁহাদের নিকট ঋণী ও তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। সুদূর শ্রীহট্টে বসিয়া কলিকাস্থিত মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে এই গ্রন্থ-কলেবর উদ্ধার করা

কিরূপ অসুবিধাজনক তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সেইজন্য বক্ষ্যমাণ পুস্তকে কতক মুদ্রাকর-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। আশা করি, সুধী পাঠকবর্গ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশ দ্বারা আমাদের জাতি সম্বন্ধে প্রবিষ্টসন্দেহ ব্যক্তির ভ্রমপ্রমাদগুলি তাহার প্রতিবাদ ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব বা আর্য্য-অনার্য্য-বুভুৎসা পাঠে অপনোদন হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি সন ১৩২২।২৫ আষাঢ়।

সুনামগঞ্জ;
শ্রীহট্ট।

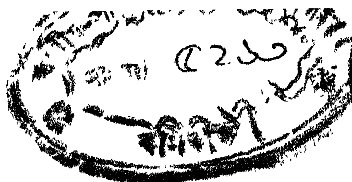
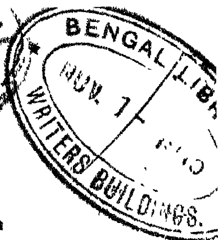
বিনীত
শ্রীপ্যারীমোহন দাস।

শুদ্ধিপত্র।



পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৩	পূর্ব্ব	অতীত
৫	৫	দরকর	দরকার
৯	১৭	শব্দ	বস্তু
১০	২২	দ্বিজাতিনাং	দ্বিজাতীনাং
১১	৩	স্নুতাদয়ঃ	সূতাদয়ঃ
১১	৮	মূর্দ্ধাভিষিক্ত	মূর্দ্ধাভিষিক্ত
১১	১৩	স্নুতাদি	সূতাদি
১১	১৬	কম্ল কভট্ট	কুল্লুকভট্ট
১৩	২১	সজ্জাতীয	স্বজাতীয়
১৪	৮	চক্ষুরুন্মিলনের	চক্ষুরুন্মীলনের
১৬	১	তুব্বস্থই	তুব্বস্থই
১৬	২২	স্থরধীবভাবে	স্থিরধীরভাবে
১৬	২২	তাহার	তাহা
১৭	৫	ভূল	ভুল
১৯	৯	যথাকাল সংস্কৃতাঃ	যথাকালমসংস্কৃতাঃ
১৯	১০	ভবন্ত্যার্য্যাবিগর্হিতাঃ	ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ
২৩	১৫	দেখিয়াছি	দেখাইয়াছি
২৪	১৩	রক্ষা	রক্ষক

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	৫	মগধায়াং	মাগধায়াং
২৫	২০	বর্ণিত ও	বর্ণিত
২৬	১	ভারতাদি	ভাগবতাদি
২৬	৯	জানা আছে	জানা
২৬	১৪	ভাগবত্যাদি	ভাগবতাদি
২৭	১৬	হইচাছে	হইয়াছে
২৮	১৭	বণিত	বর্ণিত
২৮	২২	পাই।	পাই
৩১	১০	উৎকর্ষাঞ্চপকর্ষক	উৎকর্ষকাপকর্ষক
৩৫	২১	Nothern	Northern
৩৮	৫	একই	এই
৩৯	৫	প্রভূত্ব	প্রভুত্ব
৪০	১০	চামবেজানীব	চামাবজানীব
৪১	১	গবর্ণমেণ্টর	গবর্ণমেণ্টের
৪১	৮	স্বকর্ম্মভি	স্বকর্ম্মভিঃ
৪১	১৯	পিতৃজাতির	পিতৃ জাতি ও
৪৬	৩	ইক্ষ্বাকুনাময়ং	ইক্ষ্বাকুনাময়ং
৪৭	১৩	যোহ অর্জ্জুন	যোঽর্জ্জুন-
৫০	১	বার্হদ্রথো	বার্হদ্রথা
৫৩	১২	ভাবায়	ভাবায়
৫৪	১০	এবই	একই
৫৬	১৪	বর্ষভাবতশাসন	ভারতবর্ষ শাসন

ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব

বা

আর্য্য-অনার্য্য-বুভুৎসা।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা, তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

আমরা ইংরেজ রাজত্বের সঞ্জীবনী শক্তি ও তদ্ধেতু ভারতের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইংরেজ রাজত্ব ভারতে অঘটন সংঘটন করিয়াছে। উক্ত সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে এবং ইংরেজ জাতির মহিমা ও কৃপায় হিন্দু আমলের অনেক ব্যক্তিই গৌরবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার দেখি, সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া এবং সুদৃঢ় থাকিয়া অনেকে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণে বিদ্বেষবহ্নি হৃদয়ে পোষণ করতঃ মর্ম্মবিদারক ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেছেন। বোধ হয়, তদ্দ্বারা যেন কোন পূর্ব্ব বিষয়ের ঝাল মিটাইতেছেন।

আমরা দেখিতে পাই, সেই ভাব লইয়া, অনেক স্থলে, মনগড়া কথার সংযোগে ও কিংবদন্তীর আশ্রয়ে, বঙ্গদেশীয় ময়মনসিংহাদি

কয়েকটী জিলার ইতিহাস ইদানীং ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে। এদিকে বৎসর তিনেক হয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" নামে শ্রীহট্ট জিলারও একটী ইতিহাস ছাপা হইয়াছে। ভাল বিষয়ের সঙ্গে দুই একটি মিথ্যা ঘটনার যোজনা এবং ইতিহাস লেখকদের নিজ স্বত্ব ও স্বার্থাদি সৃষ্টি করাও যেন এখন ইতিহাস প্রস্তুত করার একটি অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস লেখক **শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে** শ্রীহট্টের দাসগণের জল চল হওয়া বিষয়ক ঠাকুর-দাদার একটি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ১ম ভাগ ৭ম অধ্যায়ের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখা হইয়াছে—"**পূর্ব্বে দাসগণের জল চল ছিল না, এখন তাহাদের জল চল হই-য়াছে।**" ইহাদের জল চল হওয়া সম্বন্ধীয় গল্পটীর কাল-নিরূপণ ও জলচল হওয়ার প্রণালী বিষয়ক হেঁয়ালিটী ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৩য় খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে। ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪ পৃষ্ঠায় হেঁয়ালিটী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ঠাকুরদাদার গল্পটী আসরে বেশ জম্‌কাইয়াছে। ঐ গল্পটী লক্ষ্য করিয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার অবতারণা করা হইল।

পাঠক, আমাকে যেন এমন মনে না করেন যে, আমি ইতিবৃত্তের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি; ইহার ভাষা এবং বিষয়াবলীর সমালোচনা করিয়া আপনাকে সেই সমালোচনারূপ মন্থন দ্বারা ইতিবৃত্ত-দধি-সাগর হইতে উদ্ভূত নবনীত, আস্বাদন করিবার জন্য উপঢৌকন দিতে বসিয়াছি। যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, তবে আপনাকে নিরাশ হইতে হইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমি কেবল ঠাকুর দাদার সেই জলচল বিষয় লইয়া দুই চারিটি কথা

পাড়িব মাত্র। তাহাতে প্রসঙ্গত যৎসামান্তভাবে কতক অবান্তর বিষয় থাকিবে।

কুরুক্ষেত্রের মহারথী ভীষ্মদেবের নিপাত সম্বন্ধে বিপক্ষীয় তৃতীয় পাণ্ডব বীরগণবন্দ্য অর্জ্জুনের কার্য্যের সঙ্গে কেহ কেহ 'শ্রীহট্টের ইতিহাস' লেখন কার্য্যটীর উপমা দিয়া থাকেন। এই ইতিবৃত্ত বাহির হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ এম্, এ, অধ্যাপক মহাশয় স্কুল-ডিপুটি-ইন্স্পেকটার-গিরি কার্য্যে শ্রীহট্টে অবস্থান করা কালে শ্রীহট্টের এইরূপ একটি ইতিহাস বাহির করিবেন বলিয়া তাহার ছাপান একখানা সূচী-পত্র বাহির ও প্রচার করিয়াছিলেন। মিলাইলে ইতিবৃত্তে তাহাই সন্নিবিষ্ট আছে, দেখা যায়; অথচ গ্রন্থকারের নামের স্থলে অন্য এক ব্যক্তির নাম রহিয়াছে!! উহাতে আবার উবল প্রয়ো-গনের নিয়মানুসারে কোন কোন ব্যক্তি অশ্রুতপূর্ব্ব রাজার বংশে উন্নীত হইয়া ইতিবৃত্তের কলেবর বৃদ্ধি করতঃ লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, সমুন্নত পদস্থ ও সাম্য-বাদ প্রচারক কায়স্থ সমাজের কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা বর্ণগুরু কোন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিকার করিবেন। কারণ, লেখনী ব্যাপারে ইহা তাঁহারাই করিয়া থাকেন। শ্রীহট্টের কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণ এই উভয় সমাজে ঐরূপ কার্য্যে হাত দেওয়ার উপযুক্ত লোকের অভাব নাই ইহা আমরা জানি। হায় ভগবান! প্রতিকার ত দূরের কথা, আমরা দেখিয়াছি এই কয় বৎসরের মধ্যে শ্রীহট্ট জিলায় সাহিত্য-পরিষদ নামীয় সভার যে কয়েকটি

অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে উহার সমর্থন করাই হইয়াছে। "ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি ত কলা খাই না" ভাবের কথা এবং খোশ মজলিশের কথা আমরা আদৌ ছাড়িয়া দিলাম। ঠাকুর দাদার ঐ গল্পটী এখনই যেন অকাট্যরূপে প্রমাণিত স্মৃতিশাস্ত্রের অভ্রান্ত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই এক পুরুষ পরে ইহা বেদ বচনের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। এখনই "ইদানীন্তন জলচল" দাস, "অনার্য্য" দাস ইত্যাকারের নানা অলীক উক্তি করিয়া পদ্যে ও গদ্যে পুস্তিকাদি ছাপান হইয়াছে। "সুরমা" সংবাদ পত্রে তাহা প্রতিবাদ বিনা প্রকাশিত হইয়াছে। "বাণিয়া চুঙ্গ-কাহিনী" নামক পুস্তিকায় দেখিলাম, দেববর্ম্মা উপাধি-ধারী জনৈক ব্যক্তিও ঠাকুরদাদার ঐ গল্পটী ভিত্তি করিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অন্য পরে কা কথা, এমন কি ৺বঙ্কিম বাবুও এই বিষয়ে মস্ত একটা ভুল করিয়া গিয়াছেন। অথবা তিনিও ঠাকুরদাদার গল্প-টীর ন্যায় একটি হেঁয়ালি লিখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্র নামক স্বরচিত গ্রন্থে ৺বঙ্কিম বাবুর কল্পনা এই যে, ঋগ্বেদে যে যদুবংশের উল্লেখ আছে সেই যদুবংশ অনার্য্য, কারণ সেই যদুবংশের প্রবর্ত্তয়িতা অর্থাৎ আদিপুরুষ যদু ও তুর্ব্বসুকে ঋগ্বেদ জাতিতে দাস বলিয়াছেন। হা ঈশ্বর! ২০ ঘরে বসতি, ১৯ ঘরে দ্বারে, সাক্ষী করি কারে? যাহা হউক, আমরা পরে এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিব। এই সব বিষয় লক্ষ্য করিয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়নে প্রয়াসী হইলাম।

মন্বাদি শাস্ত্র মান্য কি না?

পুরাণাদি মান্য কি না?

কোন কথা বলিতে হইলে চারি কোণা মিল দিয়াই বলা দরকার। আর্য্য অনার্য্য বলিয়া চীৎকার করিলে, আর্য্য ও অনার্য্য বিষয়ে শাস্ত্রাদিও মানা দরকর। শিরঃ নাস্তি শিরঃপীড়ার কথা বলিলে চলিবে কেন? যদি আর্য্য অনার্য্য মান, যদি জাতি থাকা ও রাখা মান, যদি আর্য্য ধর্ম্ম মান, যদি পূজাপার্ব্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি মান, তবে ঐ ঐ বিষয়ে শাস্ত্র ও পুরাণাদি মানিতে হইবে। যবনাদি জাতি কিম্বা যবন ভাবাপন্ন ব্যক্তি শাস্ত্র না মানিতে পারেন।

আর্য্য ও অনার্য্য কি পদার্থ।

এখন দেখা যাউক, আর্য্য ও অনার্য্য শব্দে কি বুঝায়। আর্য্য কে এবং অনার্য্য কে? এই বিষয় বুঝিতে হইলে একটু ধীরতা অবলম্বন করিতে হইবে, সেবাসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বপুরুষগণের শাস্ত্র পুরাণাদি মানিতে হইবে।

ব্যাকরণ শাস্ত্রমতে ঋ ধাতু হইতে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ। ঋ ধাতুর অর্থ কর্ষণ করা। যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিতেন তাঁহারাই আর্য্য। কৃষি অর্থে চাষ করা বুঝায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতিই কৃষিকর্ম্মে তৎপর ছিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ জনক রাজা হাল চাষ কালে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা দেবীকে পাইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুরু রাজা নিজ হস্তে কর্ষণ দ্বারা কুরুক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। এই কুরুক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র।

আর্য্য অনার্য্য বুঝিতে হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও তাহার ধর্ম্ম এবং রাজ-ধর্ম্ম জানিতে ও বুঝিতে হইবে। পাঠক, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; অতি সংক্ষেপে ঐ ঐ ধর্ম্মের কথা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

ইহা সকলেরই জানা আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা লোক বৃদ্ধির জন্য নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ। ইহা ছাড়া পঞ্চম বর্ণ নাই। যথা:—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো, নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

(মনুসংহিতা ১০।৪)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বর্ত্তমানে এত জাতি হইল কোথা হইতে এবং কি প্রকারে? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন যে, এই মূল চারিজাতির পরস্পর বিবাহে আরও অনেক জাতি পরে জন্মে; শাস্ত্র ইহাদিগকে সঙ্কর নাম দিয়াছেন। এই সঙ্করগণ এবং মূল চারিজাতি আবার একে অন্যে বিবাহ দ্বারা পরে আরও বহুতর জাতি সৃষ্টি করেন; ইহাদিগকে শাস্ত্রে সঙ্করানুসঙ্কর নাম দিয়াছেন। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায় দেখুন। মনু পড়িবার সময় কুল্লূকীয় টীকার সাহায্য লইবেন, নতুবা বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহাদের যেমন বিবাহ সম্বন্ধে সবর্ণ বিবাহ, অনুলোম বিবাহ এবং প্রতিলোম বিবাহ, এই তিন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে লিখিত

আছে, তেমনই ঐ ঐ বিবাহজাত সন্তানের পদমর্য্যাদার কথাও বিশদভাবে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বাহুল্যভয়ে বচনাদি উদ্ধৃত করা গেল না। বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত মাত্রেরই ইহা জানা আছে।

ভারতীয় বিভিন্ন আর্য্য এবং অনার্য্য জাতি সকলের জাতীয় পেশাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। একজাতি অন্যজাতির পেশা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। উচ্চজাতীয় লোক নীচ জাতীয় লোকের এবং নীচ জাতীয় লোক উচ্চ জাতীয় লোকের পেশা গ্রহণ করিলে পাপ হইত, এবং রাজা তাহাকে দণ্ড দিতেন। * শাস্ত্রে ইহা পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে।

জাতির পরিচয় স্থলে "দাস" বলিলে নানা প্রকার জাতির জ্ঞাপক দাস শব্দ শুনিয়া শ্রোতার মনে নানাবিধ তর্ক উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু শ্রীহট্ট জিলার 'দাস' নামে সুপরিচিত জাতি কি পদার্থ তাহা শ্রীহট্টবাসী সৎকুলজাত ব্রাহ্মণের জানা না থাকা বড়ই দুঃখের কথা। বর্ত্তমান সময়ের অনেক লেখক বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এই দাস জাতি অনার্য্য, পূর্ব্বে ইহাদের জল চল ছিল না, ইত্যাকারের মিথ্যা কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ঐ সমস্ত অলীক উক্তি এখন বেদ বাক্যের ন্যায় উদ্ধৃত হইতেছে এবং হইবে। তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এত বড় বড় সিদ্ধান্ত অনায়াসে গলাধঃকরণ সঙ্গত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যই আমরা সন্দিগ্ধভাবে নিম্নে আর্য্য

---

* যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥
(মনু ১০।৯৬.)

ও অনার্য্য সম্বন্ধে কথা উপস্থিত করিলাম। বিষয়টা আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই। ইহা শাস্ত্রের কথা, ইহা ধর্ম্মের কথা, ইহা আমার মনগড়া আসর জম্‌কান গল্প নহে।

"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ"। সৎকুলজাত, ধৈর্য্যশালী, সত্যনিষ্ঠ, পূতান্তঃকরণ, ধর্ম্মগতপ্রাণ ও শাস্ত্রমান্যকারী দেবরূপী ব্রাহ্মণগণ জানেন, আর্য্য ও অনার্য্য এবং আর্য্যের পুরোহিত ও অনার্য্যের পুরোহিত কি পদার্থ। শাস্ত্র মান্য করা ও তাহা মানিয়া চলাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও সর্ব্বমঙ্গলকর। শাস্ত্র প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না থাকিলে ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া যাইবে। যখন এই ধর্ম্মভাব শিথিল হইবে তখন লোকে শাস্ত্র মানিবে না, ব্রাহ্মণ মানিবে না, পূজা পার্ব্বণ কিছুই মানিবে না। তখন এই ভারত এক অভিনব উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিবে এরূপ সন্দেহ করা যায়।

সন্দেহ প্রকাশ।

ভারতীয় জাতি সমূহের মধ্যে কে আর্য্য, কে অনার্য্য, তাহা শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। নূতন করে মনগড়া প্রস্তাব তৈয়ার করিয়া কোন জাতিকে আর্য্য বা অনার্য্য বলা বাতুলের কার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন দেখা যাউক।

অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥

(মনুসংহিতা ১০।৭৩)

কুল্লূকীয় টীকা ঃ—অনার্য্যং শূদ্রং আর্য্যকর্ম্মাণম্ দ্বিজাতি-কর্ম্মকারিণং আর্য্যঞ্চ দ্বিজাতিঞ্চ অনার্য্যকর্ম্মিণম্ শূদ্রকর্ম্ম-কারিণং, বিধাতা ব্রহ্মা সম্প্রধার্য্য বিচার্য্য ন সমৌ ন অসমৌ ইতি অব্রবীৎ অবোচৎ।

অস্যার্থ।—ব্রহ্মা বিশেষরূপে এই ধার্য্য করিয়াছেন যে, অনার্য্য অর্থাৎ শূদ্র যদি আর্য্যের অর্থাৎ দ্বিজাতির বিহিত কর্ম্ম করে এবং দ্বিজ (আর্য্য) যদি শূদ্রজাতির (অনার্য্যের) বিহিত কর্ম্ম করেন তবে এই উভয় পরস্পর সমানও নয় অসমানও নয়।

অতএব স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে দ্বিজাতিগণ আর্য্য এবং শূদ্রগণ অনার্য্য। আর্য্যগণ দ্বিজধর্ম্মী এবং অনার্য্যগণ শূদ্রধর্ম্মী।

সর্ব্বসাধারণের পক্ষে আর্য্য ও অনার্য্য বুঝা কঠিন হইবে, তাই এ বিষয়ে একটু বলা দরকার। সকলেই হিন্দু শব্দ বুঝেন; হিন্দু বলিতে কি শব্দ বুঝায় তাহা জানেন। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুচী পর্য্যন্ত ভারতীয় সকল জাতিই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দু, সাহা হিন্দু, ঝালমাল হিন্দু, নমঃশূদ্র হিন্দু, শূদ্র হিন্দু, বৈশ্য হিন্দু, মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় হিন্দু, কায়স্থ হিন্দু, বৈদ্য হিন্দু, পাটুনী হিন্দু, মুচী হিন্দু। মোট কথা হরির নাম উচ্চারণকারী সকল জাতিই হিন্দু। হিন্দু বলিলে যে সকল জাতি বুঝায়, তাহাদের কতক আর্য্য এবং কতক অনার্য্য। শাস্ত্রাদিতে আর্য্য ও অনার্য্যের

তালিকা আছে। এই আর্য্য ও অনার্য্যের তালিকা জনসাধারণ মধ্যে প্রচার নাই। এতদঞ্চলে লেখাপড়া বিস্তারের অত্যল্পতাই ইহার কারণ। সুতরাং হিন্দু বলিলে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয় প্রকার সর্ব্বজাতীয় লোককে বুঝায়। হিন্দু = আর্য্য + অনার্য্য। হিন্দু যবনাধিকারের নাম। আর্য্য ও অনার্য্য ক্ষত্রিয়াধিকারের নাম। ভারতবাসী লোকদিগকে গ্রীক রাজগণ হিন্দু বলিতেন। যখন মুসলমানগণ ভারতের রাজা ছিলেন তখন তাঁহারাও এই নাম মুসলমান ভিন্ন ভারতের অধিবাসী বা জাতির প্রতি ব্যবহার করিতেন। হিন্দু শব্দ সংস্কৃত শব্দ নহে। এখন যেমন (Native) নেটীভ শব্দ ইয়ুরোপীয়গণ ভারতীয় সকল অধিবাসীগণকে বুঝাইতে ব্যবহার করেন তখনও ঠিক এই বুঝাইতে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হইত। (Native) নেটীভ শব্দ গালি নহে, তবে কেহ কেহ (Contempt অর্থাৎ) অবজ্ঞার ভাব ব্যঞ্জকতা বুঝাইতে Native নেটীভ শব্দ প্রয়োগ করেন ইহা অস্বীকার করা যায় না।

এখন দেখা যাউক দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ আর্য্যধর্ম্মী কে? এবং শূদ্রধর্ম্মী অর্থাৎ অনার্য্যধর্ম্মী কে?

দ্বিজাতি ও দ্বিজধর্ম্মী এবং শূদ্র ও শূদ্রধর্ম্মী।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

(মনুসংহিতা ১০।৪১)

কুল্লূকীয় টীকা।—দ্বিজাতিনাং সমানজাতিয়াস্থ জাতাঃ

'তথানুলোম্যেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষাত্রিয়াবৈশ্যয়ো ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেবং ষট্‌পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ। পুনরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাতাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণঃ।

অস্যার্থ ঃ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহে এই জাতিত্রয়ের পত্নীসম্ভূত **ছয় সন্তান,** যথা—(১) ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভার্য্যায় জাত সন্তান (ব্রাহ্মণ), (২) ব্রাহ্মণের ক্ষাত্রিয়া ভার্য্যায় জাত সন্তান (মূর্দ্ধাভিষিক্ত), (৩) ব্রাহ্মণের বৈশ্যা ভার্য্যায় জাত সন্তান (অম্বষ্ঠ), (৪) ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রিয়া ভার্য্যায় জাত সন্তান (ক্ষত্রিয়), (৫) ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ভার্য্যায় জাত সন্তান (মাহিষ্য), এবং (৬) বৈশ্যের বৈশ্যা ভার্য্যায় জাত সন্তান (বৈশ্য),—দ্বিজধর্ম্মী। কিন্তু দ্বিজাতির প্রতিলোম জাত সন্তান, যথা সূতাদি জাতি শূদ্রধর্ম্মী এবং ইহারা অপধ্বংসজ নামে অভিহিত।

দ্বিজধর্ম্মী ছয় জাতির নাম মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায়ও টীকাকার কল্লূকভট্ট লিখিয়া রাখিয়াছেন। **দ্বিজধর্ম্মী এই ছয় জাতি ছাড়া ভারতীয় আর সকল জাতিই শূদ্রধর্ম্মী।** মুচী হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে শূদ্র পর্য্যন্ত সকলই অনার্য্য এবং বৈশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকল জাতিই আর্য্য। **"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ"** স্মৃতিশাস্ত্রের এই বচনে **যাহাদিগকে আকর্ষণ না করিবে তাহারাই অনার্য্য** এবং **যাহা-**

দিগকে আকর্ষণ করিবে তাহারাই আর্য্য। লিখাপড়া জানার সুযোগ পাইয়া সত্যের অপলাপে মিথ্যার আশ্রয়ে পুস্তকাদি লিখিয়া কোন জাতিকে গালি দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। ইহাতে দ্বেষবহ্নি সন্ধুক্ষিত হয় মাত্র।

এখনকার বঙ্গীয় সমাজে প্রতিভাশালী পদমর্য্যাদাযুক্ত সজ্জাতি সৎ-বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ এবং কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের স্থলে দাঁড়াইয়াছেন। যদি কোন পাঠক না জানেন, কি কোন খবর না রাখেন, অনুরোধ করি, দেখুন. শুনুন, জানিতে পারিবেন।

এতদঞ্চলে জাতি পরিচয়।

ভারতবর্ষে একাধিক জাতি "উপসর্গযুক্ত" একই নামে, পক্ষান্তরে একই জাতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থানীয় নামে পরিচিত থাকার বিষয় নূতন নহে। ইহা অনেকেরই জানা আছে। যে স্থলে জানা থাকে না, সে স্থলে জাতি চিনিয়া লইবার এবং বাছিয়া লইবার উপায়ও আছে। এই উপায় শাস্ত্রাদিতেও আছে এবং ব্যবহারাদিতেও আছে।

সৎ-বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণ ভারতীয় জাতি সমূহের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট জাতি। বৈদ্যনামীয় "উপসর্গ" যুক্ত অনেক জাতি দেশে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সৎ-বৈদ্য, শুক্ল-বৈদ্য, চন্দ্র-বৈদ্য, মাল-বৈদ্য এবং লতা-বৈদ্য জাতিসকল সশরীরে এদেশে দেখিতে পাই। সেইরূপ বণিক্ নামীয় "উপসর্গ"যুক্ত জাতিগুলির তালিকায় সুবর্ণ-বণিক,

গন্ধ-বণিক্, এবং শঙ্খ-বণিক্ জাতিত্রয় দেখিতে পাই। মালী নামীয় "উপসর্গ"যুক্ত জাতিগুলির তালিকায় আমরা ফুল-মালী এবং ভুঁইমালী জাতিদ্বয় দেখিতে পাই। সেইরূপ চাষী কৈবর্ত্ত এবং জালিক-কৈবর্ত্ত নামেও দুইটী জাতি দেখিতে পাই।

বর্ণিত জাতিগুলির সম্পর্কে "উপসর্গ" ছাড়িয়া দিলে কখনও সেই সেই জাতিসকল একজাতি হইয়া যায় না এবং হইতেও পারে না। সেইরূপ অন্যজাতীয় পেশা গ্রহণ ও স্বজাতীয় পেশা পরিত্যাগ দ্বারাও একজাতি অন্যজাতি হইতে পারে না। ইহা যে ভাগ্যবান্ নর কি নারী না বুঝেন, বলিতে হইবে তাঁহার জাতি বিষয়ে হাত দেওয়া কিম্বা আন্দোলন বা আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার পক্ষে এই বিষয় অন্ধের "হাতী দেখার ন্যায়" হইয়া দাঁড়াইবে।*

---

* জাতি বিষয়ক নানা কল্পনা জল্পনার মধ্যে অনেকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আমরা ২।১টি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

(ক) শুক্ল-বৈদ্যের সন্তানসন্ততিগণের কতক যদি স্বজাতীয় পেশা "কাপড় ধোয়া" পরিত্যাগ করতঃ ইংরেজ প্রসাদলভ্য লিখাপড়া শিক্ষা করিয়া কেরাণী বাবু কিম্বা কবিরাজী ডাক্তারি শিখিয়া কবিরাজ অথবা ডাক্তার বাবু হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সজ্জাতিগণ সম্ভ্রান্ত বৈদ্যজাতীয় লোক বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না?

(খ) সেইরূপে নমঃশূদ্রগণের কতক যদি সজ্জাতীয় পেশা পরিত্যাগ করে, নমঃ এই "উপসর্গ" পরিহার করে এবং ইংরেজ রাজত্বের সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে বাবুগিরি বেশে দোকান খুলিয়া বসে কিম্বা চাকুরী সুলভ কোন আফিসে কাজকর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহারা শূদ্র বলিয়া সমাজে গৃহীত হইবে কি না?

বৈদ্যশব্দ দৃষ্টে সং-বৈদ্য, চন্দ্র-বৈদ্য, লতা-বৈদ্য, মাল-বৈদ্য এবং গুরুবৈদ্যকে একজাতি না বুঝিয়া বসেন; মালীশব্দ দৃষ্টে ফুলমালী এবং ভুঁইমালীকে একজাতি সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন; বণিক্ শব্দ দৃষ্টে সুবর্ণ-বণিক্, গন্ধ-বণিক্ এবং শঙ্খ-বণিক্‌কে এক জাতি স্থির করিয়া না বসেন, কিম্বা এইরূপ চাষী কৈবর্ত্ত এবং জালিক কৈবর্ত্তকে এক জাতি ঠিক করিয়া না বসেন, কুশাগ্রবুদ্ধি ধুরন্ধরদিগের চক্ষুরুন্মিলনের জন্যই আমাদিগকে এত কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে হইল।

দাস আর্য্য না অনার্য্য।

৺বঙ্কিম বাবু ত দাসকে অনার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোত্র বংশ ঠিক করিতে পারিলেন না। শ্রীমহাভারত, হরিবংশ এবং ঋগ্বেদ আলোচনা করিয়া তদীয় কৃষ্ণচরিত্র নামক পুস্তকে ৺বঙ্কিম বাবু তিনটী যদু বংশের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হরিবংশ গ্রন্থের যে শ্লোকে এই বিষয়টী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কোন্ যদু বংশে উৎপন্ন) মীমাংসিত আছে তাহা ৺বঙ্কিম বাবু চাপা দিয়া গিয়াছেন। কেন চাপা দিয়াছেন তিনিই জানিতেন।

হরিবংশ গ্রন্থে আছে ঃ—

যা যাতমপি বংশস্তে সমেষ্যতিচ যাদবম্।
অনুবংশশ্চ বংশস্তে সোমস্য ভবিতা কিল॥

হরি বংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩৭ অঃ ৩৩ শ্লোক।

অস্যার্থঃ—(মন্ত্রী অন্ধক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ.) তোমার এই সূর্য্যবংশীয় যদুবংশ চন্দ্রবংশীয় যযাতিজ যদুবংশে প্রবিষ্ট বা মিলিত হওয়াতে চন্দ্রবংশ নামেই প্রসিদ্ধ।

"উতদাসা*......যদু তুর্ব্বসুশ্চ মামহে"

---

* দাশৃ ও দাসৃ এই উভয় ধাতুই দানার্থক। সুতরাং দাস বা দাশ একই কথা। আমরা এই পুস্তিকায় এই ভাবেই দাস শব্দ যাহিবা সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছি।

দাশ শব্দ পূর্ব্বে কেবল যদুবংশকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। ব্যাকরণ শাস্ত্রের পারগামী মহামুনি পাণিনি এই দাশ শব্দ নিষ্পন্ন করিবার জন্য একটী সূত্র করিয়া রাখিয়াছেন। যথাঃ—

দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে। ৩।৪।৭৩।

অর্থাৎ সম্প্রদান বাচ্যে দাশ ও গোঘ্ন এই দুই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

দাশন্তি তস্মৈ দাশঃ=যাহাকে দেওয়া যায় সে দাশ।

(ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেওয়া যায়, কিন্তু তিনি দাশ নহেন। রজককে কাপড় দেওয়া যায়, কিন্তু সে দাশ নহে।) যাহাদিগকেকর (black-mail) রূপে কিছু না দিলে দেশে নিরাপদে থাকা দুস্কর হইত তাহাদিগকে দাশ বলা হইত। যদুবংশীয় দাশ যাদবগণ এক সময়ে ভারতে অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে ভারতের কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শাকটায়ন মুনি নূতন করে সূত্র করিয়া ধীবরার্থক শব্দ বুঝাইতে দাশ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কাজেই দেখা যায় পাণিনি সূত্রোক্ত দাশ ধীবরার্থক জাতি ভিন্ন অন্য জাতির দ্যোতক। তাই শাকটায়ন নূতন সূত্র করিয়াছেন। পাণিনি সূত্র কি এবং শাকটায়ন সূত্র কি তাহা প্রকৃত পণ্ডিত মাত্রেরই জানা। শাকটায়নের সূত্র এই :—

দংশেশ্চ। উ।৫।১১।

অর্থাৎ :—দন্শ ধাতুর ন্ স্থানে আ হয়।

দাশধীবরঃ (বৃত্তিঃ)

দন্সেঃ টট নৌ আ চ। উ।৫।১০।

অর্থাৎ :—দন্স ধাতুর ন্ স্থানে আ হইবে এবং ট ও টন্ হইবে। দাসঃ সেবকশূদ্রয়ো (বৃত্তিঃ) এই সকারান্ত দাস অর্থে শূদ্র ও সেবক বুঝাইবে।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬২ সূক্তোক্ত যত্ন এবং তুর্ব্বসুই চন্দ্রবংশীয় দাস যাদবগণের আদি পুরুষ। উক্ত ঋক্ মন্ত্রোক্ত দাস শব্দে ৺বঙ্কিম বাবুকে সন্দিগ্ধমনা করিয়াছিল। তাই তিনি সন্দেহ করিয়াছেন, দাস জাতীয় যদুবংশ বা যাদবগণ

অতএব পাণিনি ব্যাখ্যাতা যে সূত্র দ্বারা দাস ও দাশ শব্দে ধীবর, শূদ্র এবং সেবক বুঝাইয়াছেন, পাণিনির নিজসূত্র নিষ্পন্ন দাশ শব্দ ঐ সকল না বুঝাইয়া অন্যার্থক জাতি বুঝাইয়াছে। সুতরাং শকারান্ত দাশ শব্দে কখনই সেবক বা শূদ্র বুঝাইবে না এবং সকারান্ত দাস শব্দে কখনই ধীবর বুঝাইবে না।

বৈষ্ণব গোস্বামিগণের আবির্ভাব কাল হইতেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতিই সকারান্ত দাস শব্দ সেবক অর্থাৎ ভগবানের দাস এই অর্থে নিজ নিজ নামের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। রাজপুতাদি জাতীয় দেশপ্রসিদ্ধ সুধীবর্গ এবং রাজগণের মধ্যে পূর্ব্বকাল হইতেই সকারান্ত দাস উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা—ভগবান দাস, বিক্রম দাস ইত্যাদি। উঁহারা ক্ষত্রিয় বা তৎসদৃশ জাতি অর্থেই সকারান্ত দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।

সৎ-বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণ এতদিন নামের শেষে উপাধিস্থলে সকারান্ত দাস ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু ৬।৭ বৎসর যাবৎ আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, তাঁহারা এখন শকারান্ত দাশ শব্দ ব্যবহার করিতে উঠিয়া বসিয়া লাগিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, নানা জাতির জ্ঞাপক দাস বা দাশ, বণিক্, বৈদ্য এবং কৈবর্ত্তাদি শব্দে বড়ই গোল বাধাইয়া থাকে। তাই আমরা দেখিতে পাই, একার্থবোধক অম্বষ্ঠ শব্দ জাতি পরিচয় স্থলে বৈদ্যগণ ব্যবহার করিতেছেন। যিনি যাহাই লিখুন না কেন, পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া স্থিরধীরভাবে তাহার লিখা উচিত। এই নীতি ঘরে ঘরে প্রচার হওয়া সর্ব্বমঙ্গলকর হইবে।

সকল দাস বা দাশ এক জাতি নহে, সকল বৈদ্য এক জাতি নহে; এইরূপ সকল কৈবর্ত্তও এক জাতি নহে এবং হইতেও পারে না।

অনার্য্য। কিন্তু ঋগ্বেদ এই বংশকে অনার্য্য বলেন নাই। যদুবংশ তিনটী ছিল না, বস্তুত দুইটী ছিল। তাহাও আবার শেষে মিলিয়া এক হইয়া চন্দ্রবংশ নামে খ্যাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই মিলিত চন্দ্রবংশেই উৎপন্ন। তাই বলিয়াছিলাম এত বড় পণ্ডিত ৺ বঙ্কিম বাবু একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছেন। অতএব ঋগ্বেদোক্ত দাস জাতীয় যদুবংশ অনার্য্য নহে। এখন দেখা যাউক এই দাস জাতির পিতামাতা কে?

ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্যা মাতায় দাস উৎপন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৫।১৪।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক টীকা :—

ভ্রাতরং নন্দম্। বৈশ্যকন্যায়াং
শূর বৈমাত্রেয় ভ্রাতুর্জাতত্বাৎ॥

অস্যার্থ :—সম্রাট্ কংস তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। মগধ ভারতের রাজধানী ছিল। নন্দ বসুদেবাদি তাঁহার অধীন রাজা ছিলেন। নন্দ কর দিবার জন্য রাজধানী মগধে গিয়াছিলেন। বসুদেব কংসের নজরবন্দী অবস্থায় মগধেই অবস্থান করিতেন। রাজা নন্দের কর দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া বসুদেব প্রীতি-সম্ভাষণার্থ ভ্রাতা নন্দের নিকট গেলেন। (বসু-

দেবের পিতা শূর সেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এক বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেন। নন্দ তাঁহার পুত্র; এইজন্য বসুদেব নন্দকে ভ্রাতা বলিয়াছিলেন।)

যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা দেবমীঢ় দুইটী বিবাহ করেন। এক স্ত্রীর গর্ভে পর্জ্জন্য অপর স্ত্রীর গর্ভে শূর নামে তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল। শূরের পুত্র বসুদেব। পর্জ্জন্য এক বৈশ্যার পাণি-গ্রহণ করেন। নন্দ তাঁহার সন্তান। ইহা পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবত এবং ঋগ্বেদ অনুসারে দাস-যাদবগণ ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্যা মাতায় উৎপন্ন। কাজেই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাসম্ভূত দাসগণ "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ" স্মৃতির এই বচনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইঁহারা প্রকৃষ্ট আর্য্য। ইঁহারা অনার্য্য নহেন এবং হইতেও পারেন না।

যদুবংশীয় এক শাখা বা শ্রেণী ক্ষত্রিয় এবং এক শাখা অর্দ্ধক্ষত্রিয় —মাহিষ্য। ঋগ্বেদ অনুসারে দাসযাদবগণের আদিপুরুষ যদু ও তুর্বসু। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ইঁহারা ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতায় জাত বলিয়া যদুবংশীয় দাসযাদবগণ যে মাহিষ্য, ইহা নখ দর্পণে দেখা যায়। মাহিষ্যাপর নামা দাসগণ "সজাতি-জানন্তরজাঃ ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ" স্মৃতি শাস্ত্রের এই বচনান্তর্গত হওয়ায় ইঁহারা প্রকৃষ্ট আর্য্য।

দাসগণ সংস্কারবিহীন সুতরাং আর্য্য কিনা সন্দেহ; ইঁহারা

ব্রাত্য হইয়া গিয়াছেন; দাস বা মাহিষ্যগণ যখন সংস্কৃত নহেন তখন ইহাঁরা আর্য্যত্ব হারাইয়াছেন; অসংস্কৃত দাস বা মাহিষ্য ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারেন না; ইত্যাকারের জল্পনা কল্পনা হওয়া বিচিত্র নহে। এইরূপ প্রশ্ন মাহিষ্য এবং সৎবৈদ্য বা অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সমভাবে হইতে পারে। আমরা নিম্নে তাহার উত্তর দিলাম।

আর্য্য দাস বা মাহিষ্য এবং বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণ অসংস্কৃত থাকিলেও ব্রাত্য হইতে পারেন না; কারণ দ্বিজাতিই ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হন, দ্বিজধর্ম্মী জাতি ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হন না; যথা :—

অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকাল সংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যাবিগর্হিতাঃ॥
(মনু ২।৩৯)

অস্যার্থঃ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাঁরা দ্বিজাতি। এই জাতিত্রয় যথাকালে সংস্কৃত না হইলে সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া আর্য্য নিন্দিত ব্রাত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্যাদি জাতি দ্বিজাতি নহেন। ইহারা দ্বিজধর্ম্মী জাতি। সমস্ত দ্বিজধর্ম্মীই দ্বিজ নহেন এবং হইতেও পারেন না। "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ।" এই মনু বচনে দ্বিজধর্ম্মী নিরূপিত হইয়াছে, দ্বিজত্ব নিরূপিত হয় নাই। "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ" এই বচন দ্বারা দ্বিজত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

"যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ"

এই মনু বচন দ্বারা স্পষ্টই বলা হইল ব্রাহ্মণাদি জাতির মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্যাদি ছয়টী অনুলোম সন্তান স্বয়ং দ্বিজ নহে।

সুতরাং দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতির ব্রাত্যত্ব হইতেই পারে না। অসংস্কৃত থাকিলেও পুত্রসম্পাদ্য শ্রাদ্ধাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার থাকে। ইহাদের দ্বিজধর্ম্মানুষ্ঠান স্বজাতি মধ্যে উৎকর্ষ বিধায়ক, ইহার অভাব আর্য্যত্ব বিঘাতক নহে। দ্বিজাতিগণের (কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) সবর্ণা ভার্য্যাজাত সন্তান যথাকালে সংস্কৃত না হইলেই ব্রাত্য হন এবং শ্রাদ্ধাদিতে অনধিকারী থাকেন, ইহাই শাস্ত্রের বিধি।

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রী-পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ ॥
(মনু—১০।২০)

অস্যার্থঃ—দ্বিজাতিগণের (কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) পরিণীতা সবর্ণাভার্য্যাজাত তনয়েরা উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলেই তাহাদিগকে ব্রাত্য বলা যায়।

দাস বা মাহিষ্যগণ দ্বিজাতির সবর্ণা ভার্য্যাজাত সন্তান নহেন। ইহাঁরা দ্বিজাতির অসবর্ণা ভার্য্যাজাত দ্বিজধর্ম্মী সন্তান। কাজেই ইহাঁদের ব্রাত্যত্ব দোষ ঘটিতে পারে না। দ্বিজ এবং দ্বিজধর্ম্মী এক কথা নহে। অনুলোমাস্তু মাতৃবৎ—এই বচনানুসারে দাস বা মাহিষ্যগণ বৈশ্যধর্ম্মী, কিন্তু ইহাঁরা বৈশ্য নহেন, শাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহা বিশেষরূপ জানেন।

সুতরাং দাস বা মাহিষ্যগণ সংস্কারবিহীন বলিয়া, ইহারা আর্য্য নহেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

আলোকের সাক্ষাতে যেমন অন্ধকার কোথায় উড়িয়া যায় কেহ দেখে না, সেইরূপ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা-জাত দাসের অনার্য্যতা অপসারিত হইল পাঠক দেখিলেন। তবে যদি কেহ না দেখেন বা না বুঝেন, বলিতে হইবে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

এই মাহিষ্য দাস জাতীয় সিদ্ধ মহাপুরুষগণ* যে যে

---

* লেখকের খুল্লতাত পরলোকগত রাধাচরণ দাস মহাশয় একজন সাধক পরম বৈষ্ণব ও সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি "হরি বোল ঠাকুর" বলিয়া সাধারণতঃ পূজিত ও পরিচিত। সর্ব্বশ্রেণীর লোক মধ্যে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত এবং শিষ্য ভেদে বহুতর লোক আছেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও তুলসী অর্চ্চনে হরির ধূলি সেবনরূপ প্রচলিত হরির নিয়ম সর্ব্বজাতীয় অনেক লোকে এখনও পালন করিয়া থাকেন। সুনামগঞ্জ মহকুমার ধর্ম্মপাশা এলাকাস্থ পরগণে রাম দিঘা (রণদিঘা), মজলিসপুর গ্রামে নিজ বাটীতে "হরিবোল ঠাকুরের দেবালয়ে" লোকে এখনও 'মানস' করিয়া থাকে। ইহা একটি জাগ্রত দেবালয়। এই দেবালয়ে 'মানস' করিয়া হরির নিয়ম পালন করিলে মনস্কাম পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাই দেবালয়ের মাহাত্ম্য। ময়মনসিংহ জিলাস্থ সুপ্রসিদ্ধ চান্দুড়া গ্রামের গোস্বামীবংশীয় ৺গঙ্গাধর গোস্বামী মহাশয় "হরিবোল ঠাকুরের" উপদেষ্টা ছিলেন। পুরুষানুক্রমে "হরিবোল ঠাকুর" চান্দুড়ার শিষ্য। গুরুদেব গঙ্গাধরও একজন অসাধারণ সাধক বৈষ্ণব ছিলেন। "হরিবোল ঠাকুর" ৯৭ বৎসর বয়সে শিষ্যে ভ্রমণ করা কালে শ্রীহট্ট জিলার দিরাই থানার এলাকাস্থ মনুয়াকৃষ্ণপুর গ্রামে ভাগ্যেশ্বর সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে ১৩০৪ বাঙ্গলা অব্দের আশ্বিন মাসে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ভেকধারী বৈষ্ণব ছিলেন না। "হরিবোল ঠাকুর" গৃহী সাধক বৈষ্ণব মহাপুরুষ ছিলেন।

স্থানে ছিলেন এবং এখনও সেখানে তাঁহাদের কীর্ত্তি ও স্মৃতি আছে, আর্য্যধর্ম্ম জগতে তাঁহারা সজ্জাতীয়গণের অনেকেরই উপদেষ্টা। এতদঞ্চলে হবিগঞ্জ মহকুমার এলাকায় রামকৃষ্ণ গোঁসাইর আখড়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই মহাত্মা রামকৃষ্ণ এই মাহিষ্যদাস জাতীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। এতদঞ্চলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য অনেক জাতীয় লোক আছেন। কায়স্থ জাতীয় শিষ্যের সংখ্যাও "নিতান্ত অল্প" নহে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণের পিতা ৺ বনমালী দাস চৌধুরী মহাশয় এবং তাঁহার মাতা ৺ জাহ্নবী চৌধুরাণী মহাশয়া হবিগঞ্জের এলাকায় রীচী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বনমালী চৌধুরীর বংশীয়গণ রীচীগ্রামের চৌধুরী বলিয়া বিশ্রুত। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এই বংশের শেষ ব্যক্তি রীচী গ্রামেই অতি দৈন্যদশায় মারা গিয়াছেন। বর্ত্তমানে রীচীতে আধিপত্যকারী যাঁহারা আছেন তাঁহারা কায়স্থ জাতীয় সম্ভ্রান্ত দত্ত চৌধুরীবংশীয় মিরাশদার। এখন এই দত্ত চৌধুরী বংশকে লোকে রীচীর চৌধুরী বলিয়া থাকে। মূলতঃ এই চৌধুরীবংশ রীচীর আদি বাসিন্দা নহেন। ইহাঁরা পঞ্চ খণ্ডের দত্ত বলিয়া খ্যাত।

এতদঞ্চলের মাহিষ্যদাসগণের সমাজের কয়েকটী শ্রেষ্ঠ বংশ ময়মনসিংহ জিলায় আছেন। দামিহা গ্রামের চৌধুরীবংশ তন্মধ্যে একতম। ঐ দামিহা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ভাদেরা গ্রাম নিবাসী ৺বুধচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বংশ কন্যাধারায় মহাত্মা রামকৃষ্ণের বংশের বংশধর। উক্ত বুধচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সাধারণতঃ বুধাই বিশ্বাস নামে পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থকার কন্যাধারায় এই বুধাই বিশ্বাস মহাশয়ের একজন অযোগ্য বংশধর।

পাঠক, যদি দাসের অনার্য্যতা রহিল না, তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে ইদানীন্তন জলচল এবং জলচল হইবার পাঁচালী বিষয়ক কথার কোন ভিত্তি থাকে না। তবে এমন কতক এণ্ট্রান্স, এল্ এ, বি এ, এম্ এ প্রভৃতি পাশ দেওয়া বাক্যবিনোদ কল্যাণীয় ভ্রাতৃগণ থাকিতে পারেন, যাঁহারা এবিষয়ে বিপ্রলাপ করিবেন এবং শাস্ত্র মানিতে চাহিবেন না; অশ্রাব্য ভাষায় শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করিবেন; পরন্তু জাতি রাখার পক্ষে ষোল আনা পক্ষপাতী থাকিবেন। তাঁহাদের জন্য এইরূপ সুজনপ্রযুক্ত প্রবন্ধ নহে। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্" ধরণের উপযুক্ত প্রতিবাদাত্মক প্রবন্ধাদি তাঁহাদের পক্ষে খাটিবে।

জল-চলনত্ব।

এই সঙ্গে কিছু বলিতে হইলেই পুরাকালের এবং মধ্যকালের ভারতীয় রাজনীতি ও রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৎ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ভারতীয় জাতিসমূহকে নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত রাখাও তদানীন্তন রাজধর্ম্মের একটি অঙ্গ ছিল। ভাগ্যবশতই আমরা এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে অতি সুখে আছি। পূর্ব্বকালের দুঃখ তুলনায় এখন আমরা ভারতীয় প্রজাবৃন্দ স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছি।

পাঠক, ইচ্ছা করেন কি আমাদের বর্ত্তমান ইংরেজ রাজপুরুষ-

গণ আর্য্যদিগের আইন কানুন মন্বাদি শাস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে শাসন করেন? আপনাদের পক্ষে আমিই উত্তর দেই—না। আমরা চাই 'রথও দেখি কলাও বেচি।' ইহা সত্য নয় কি?

দ্বিজধর্ম্মী জাতিগুলির পেশা অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্ম এবং রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালন, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। পাঠক, মনু-সংহিতার দশম অধ্যায়ের ৮০।৮১।৮২।৮৫।৮৮ ৮৯।৯০।৯৮ শ্লোক এবং বিষ্ণু সংহিতার ১৬।২ শ্লোক দেখুন।

দাস মাহিষ্য জাতির পেশা প্রজাপালন ও কৃষি বাণিজ্য। এখন "নীচের মানুষ উপরে" যাওয়ার রীত্যনুসারে এবং আরও নানাবিধ কারণে দাসের জাতীয় পেশা কতকের নিকট নিন্দিত। প্রজাপালন ইহাদের ছিল এবং এখনও আছে; নিন্দাচ্ছলে এই জাতিকে এখন হালিক বা হালিকদাস বলা হয়।

যে কৃষি আর্য্য নামের স্বার্থকতা রক্ষা ও অর্থজ্ঞাপক, সেই কৃষি কি প্রকারে নিন্দিত হইল, সংক্ষেপে তাহার কিছু আভাস দেওয়া যাইতেছে। আর্য্যধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করে যে, প্রায় সকল ভারতবাসীকেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হীনবল হইয়া পড়ে এবং শাস্ত্রমর্য্যাদা কমিয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম অনুসারে জীব হত্যা মহাপাপ। পাপকারী ব্যক্তি সাধারণতই নিন্দিত। কৃষিকার্য্য উপলক্ষে লাঙ্গল ফলকে পৃথিবীস্থ এবং ভূগর্ভস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাদি মারা যায়। তাই বৌদ্ধ ধর্ম্মানুসারে কৃষিকার্য্য নিন্দিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অনেকদিন ছিল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইলেও কৃষি সম্বন্ধে অনেক পুরুষের অভ্যাস গত ভাবটা এখনও দেশে রহিয়া

গিয়াছে। ক্ষবির নিন্দা পুরাদমে চলিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এখন মার্জ্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদধীনে অনেকের গঠিত স্বভাব মার্জ্জিত হয় নাই। ইহাই ধর্ম্ম বিপ্লবের ফল।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

মগধায়াং বিশ্বস্ফটিকসংজ্ঞোন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি।
কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দ-সংজ্ঞান্ ম্লেচ্ছপ্রায়ান্ ব্রাহ্মণান্
রাজ্যে (১) স্থাপয়িষ্যতুৎসাদ্যাখিল ক্ষত্রজাতিম্ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪)

অস্যার্থ :—মগধে বিশ্বস্ফটিক নামে এক সম্রাট্ হন। তিনি বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছপ্রায় অর্থাৎ আচারশিথিল ব্রাহ্মণকে কৈবর্ত্ত-কটুপুলিন্দ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন, উগ্রাদি সঙ্করগণকে নির্ম্মূল করিয়া দেন এবং কৈবর্ত্তাদির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। অর্থাৎ আর্য্য কৈবর্ত্তগণ রাজা হইয়া ভারত শাসন করিতে থাকেন। *

(১) রাজ্যে: কর্ম্মরাজ্যং তস্মিন্—রাজ্যে অর্থাৎ রাজার কর্ম্মে। অর্থাৎ আর্য্য কৈবর্ত্তগণ রাজা হন এবং ভারত শাসন করিতে থাকেন।

* পুরাণাদি ভিত্তি করিয়া অনেক ইতিহাস লেখকগণ ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই সম্রাট্ বিশ্বস্ফটিকের সময়ের ইতিবৃত্ত লিখেন নাই। কেন লিখেন নাই তাঁহারাই জানেন। গবেষণাকারিগণ পুরাণ সকলে বর্ণিত ও ঐ অংশ পড়েন নাই অথবা তাঁহাদের ইহা জানা নাই একথা বলা যাইতে পারে না। কাজেই বলিতে হয়, পুরাকালের ভারতীয় ইতিহাস বর্ত্তমানে অসম্পূর্ণ অবস্থায় জনসাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, কোন উপযুক্ত ঐতিহাসিক এবিষয়ে অজ্ঞানতা জনিত ইতিহাসের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিবেন। পুরাণ সকলে বর্ণিত রাজবংশগুলির ইতিহাস সত্যরূপে এবং সম্পূর্ণভাবে লোকলোচনের বিষয়ীভূত হওয়া আবশ্যক।

বায়ু, মৎস্য এবং ভারতাদি পুরাণেও এই প্রবল রাজশক্তির কথা লিখিত আছে। তাহা পাঠে বুঝা যায় যে, অনেক ব্রাহ্মণ, পরশুরাম কর্ত্তৃক হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণকে এই কৈবর্ত্ত প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল। প্রবন্ধ বাড়িয়া যায় বলিয়া এখানে ঐ ঐ পুরাণের বচন ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না। আবশ্যক হইলে পাঠক নিজে তাহা পড়িয়া দেখিবেন। ঐ ঐ পুরাণে রাজবংশ বর্ণনা স্থলে এই প্রবল রাজশক্তির বিশেষ বর্ণনা আছে। প্রত্যেক পুরাণেই তদানীন্তন ভারতের রাজবংশ বর্ণনা আছে তাহা পণ্ডিত মাত্রেরই জানা আছে। (১)

ঐতিহাসিক হিসাবে ধরিলে ঐ ঐ পুরাণে আর্য্য কৈবর্ত্ত জাতির পুষ্টি, উত্থান ও শক্তি বর্ণিত হইয়াছে। যে আর্য্য কৈবর্ত্ত প্রবাহে আর্য্যজাতিগণের সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের কতককে পর্য্যন্ত অনুপ্রবেশ করিতে হইয়াছিল, সে প্রবাহের মূলও তদনুরূপ ছিল। বিষ্ণু এবং ভাগবত্যাদি পুরাণের সমর্থন করিয়াই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আর্য্য কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"।*

(১) পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থ আমরা পরিশিষ্টে এবিষয়ের আভাস মাত্র দিলাম।

* দুই প্রকারে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন দুইটি জাতি কৈবর্ত্ত নামে দেশে সুপরিচিত, ইহা পূর্ব্বেই দেখান ও বুঝান হইয়াছে। এ বিষয়ে পরিষ্কাররূপে কিছু লিখা দরকার।

মাহিষ্যাপরনামা আর্য্য কৈবর্ত্তের পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা বৈশ্যা। যথা :—

মাহিষ্যাপরনামা এই আর্য্য কৈবর্ত্ত প্রবাহে বর্ণিত বিশ্বস্ফটিক ইহাঁদের মহানায়ক ছিলেন। এই সম্বন্ধে পুরাণাদি প্রামাণিক গ্রন্থ এবং পণ্ডিতবর্য্য নীলকণ্ঠ ও মাধবাদি অতি প্রবীণ টীকাকারগণ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। সে সকল কথা লিখিতে হইলে অনেক

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবর সংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১০।১১১।)

অস্যার্থঃ—ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। তীবরের সঙ্গে সংসর্গ করায় কলিতে ধীবর জাতি পতিত হইয়াছে।

এখানে বলা দরকার যে, ধীবর জাতি এবং ক্ষত্রিয়সম্ভূত আর্য্য কৈবর্ত্ত জাতি এক নহে। ধীবর জাতির পিতা বৈশ্য এবং মাতা ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রীলোক। মূলতঃ এই ধীবর জাতি পতিত ছিল না; যথা :—

তেভ্যএব ক্ষত্রিয়া মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয়-ধীবর পুক্কশান্।

(গৌতম সংহিতা ৪র্থ অধ্যায়)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উক্ত শ্লোকে আর্য্য-কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি এবং ধীবর জাতির পাতিত্য বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পুরাণে একই শ্লোকে একাধিক জাতির কথা আরও অনেক স্থানে লিখা আছে।

মার্গব-দাশাপর নামা অনার্য্য বা জালিক কৈবর্ত্তের পিতা নিষাদ জাতীয় পুরুষ এবং মাতা অয়োগব জাতীয় স্ত্রীলোক। ইহার পেশা নৌকর্ম্ম। যথাঃ—

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥

(মনু ১০।৩৪)

অস্যার্থঃ—ব্রাহ্মণের শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে জাত সন্তান নিষাদ। এই নিষাদ

অপ্রিয় সত্য ও কতক অবান্তর কথা উঠাইতে হয় এবং প্রবন্ধও অতি বড় হইয়া যায় বিধায় সম্প্রতি তাহা হইতে বিরত রহিলাম। জাগাইলে আবশ্যক বিবেচনায় উহাতে হাত দেওয়া যাইবে।

ভারতে অনার্য্য কৈবর্ত্ত জাতিও একটী আছে। তাহার উৎ-

জাতীয় পুরুষ অয়োগব জাতীয় স্ত্রীতে মার্গব দাস জাতি জন্মায়। এই দাসকে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ কৈবর্ত্ত বলেন। এই কৈবর্ত্তের পেশা নৌকর্ম্ম।

ধীবরজাতি সজ্জাতি ছিল, কিন্তু জালজীবী তীবর জাতির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় কলিযুগে পতিত হইয়া জালজীবী জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। নিষাদজাত কৈবর্ত্ত বা মার্গব দাস নৌকর্ম্মী জালজীবী জাতি। তাই অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায়,

"কৈবর্ত্তে দাস ধীবরৌ"

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে মাহিষ্যাপরনামা দাসজাতি ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্যা মাতায় উৎপন্ন এবং আর্য্য কৈবর্ত্তগণও ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্যা মাতার সন্তান। কাজেই "কৈবর্ত্তে দাস ধীবরৌ" অমরকোষোক্ত এই কৈবর্ত্ত ও দাস, ক্ষত্রিয়াজ্জাত আর্য্য দাস বা আর্য্য কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। অমরকোষের বর্ণিত কৈবর্ত্ত ও দাস জালিক কৈবর্ত্ত; এবং বর্ণিত ধীবর পতিত জালজীবী। তাই ব্যবসায়ের সাম্যে একই পর্য্যায়ভুক্ত। যাঁহারা এই উভয় কৈবর্ত্তকে এক বলিতে চান তাঁহারা কি আকারের পণ্ডিত পাঠক বিচার করুন। আমরা দেখাইয়াছি যে নানা কারণে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ লোকগণ সদাচারযুক্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন না। তাই মাহিষ্যগণকে যেমন আমরা অমরকোষে শূদ্রবর্গে লিখিত আছে দেখিতে পাই। তেমনি আবার অম্বষ্ঠগণকেও অমরকোষে শূদ্রবর্গে লিখিত আছে দেখিতে পাই।

কেহ কেহ না বুঝিয়া ও না জানিয়া হাওয়ার উপর নানারূপ বিপ্রলাপ করেন এবং অমরোক্ত "কৈবর্ত্তে দাস ধীবরৌ" এই বচনটী উল্লেখ করিয়া

পত্তি ও তাহার পেশা মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে লিখিত আছে। ইহাদের পেশা নৌবাহন এবং মৎস্য মারণাদিরূপ নৌকর্ম্ম। ইহারা জালিক কৈবর্ত্ত।

কৈবর্ত্তে কৈবর্ত্তে ধাঁধাঁ না লাগে, এই জন্য সমস্যা ভাঙ্গিয়া দেওয়া গেল। জালিক কৈবর্ত্তের পিতা নিষাদ, মাতা অয়োগবী, এবং আর্য্য কৈবর্ত্তের পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়াজ্জাত আর্য্য-কৈবর্ত্ত দেশে হালিক বা চাষী কৈবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ। চাষী কৈবর্ত্ত আর্য্য, ইহাঁদের জল আবহমানকাল চল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চজাতি চিরকাল ইহাঁদের জল পান করিয়া আসিতেছেন।

পাঠক, এখন দেখিলেন, ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্যা মাতায় উৎপন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ও স্মৃত্যাদি অনুসারে দেশে মাহিষ্য, দাস ও চাষী কৈবর্ত্ত এই তিন নামে অভিহিত ও সুপরিচিত। ইহাঁরা জন্মতঃ প্রকৃষ্ট আর্য্য, ধর্ম্মতঃ বৈশ্য ও কর্ম্মতঃ ক্ষত্রিয়।

ক্ষত্রিয়াজ্জাত দাস বা মাহিষ্যদিগকে ইঙ্গিত করেন বলিয়াই আজ এত বিষয়ের আভাষ দিতে হইল।

শ্রাদ্ধবাসরে গীতা বিরাট পাঠ দ্বারা কোন বংশীয় লোকগণের গুণ ও মহিমা কীর্ত্তনে প্রেতাত্মার সদ্গতি কামনা করা হইয়া থাকে তাহা অনেকেই প্রণিধান করেন বলিয়া বোধ হয় না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতারূপ অশ্বত্থবৃক্ষের সুখশীতল ছায়ায় বসিয়া অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। একটু স্থিরধীরভাবে চিন্তা করিয়া কিছু লিখিলে বা বলিলে অনেককে বেগ পাইতে হয় না।

বিশ্বস্ফটিক-যুগে ইঁহারাই ক্ষত্রিয়ের স্থলে দাঁড়াইয়া এই ভারতের হর্ত্তা, কর্ত্তা এবং ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। ইঁহারাই তদানীন্তন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য জাতি সমূহকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। যাঁহারা মহাভারতীয় যুগের পর ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, যাঁহারা এক কালে আর্য্যধর্ম্মের সংরক্ষক ও প্রতিপালক ছিলেন, যাঁহারা আবহমানকাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন যাঁহাদের আশ্রয়ে আর্য্যমুকুটমণি ব্রাহ্মণগণ রক্ষিত ছিলেন, ধারণা হয় কি পাঠক, সেই আর্য্যজাতি দাসগণ গৌরবের যুগে জল-অচল আর ইদানীন্তন জল-চল ? শাস্ত্রের উক্তি স্মৃতি পুরাণাদির বিবরণ ফটোগ্রাফের ন্যায় সামাজিক চিত্রে প্রতিফলিত রহিয়াছে, চক্ষুষ্মান্ মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন।

শক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই আর্য্য জাতির সেই প্রবীণ মান ও সেই গৌরব খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন। কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশ মুসলমানদের সংরক্ষণে ও শাসনাধীনে ছিল। সেই বিক্রান্ত মুসলমানগণ এখনও সশরীরে দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই যে দীনহীন কর্কশকায় মুসলমান কৃষকগণকে দেখিতেছেন, হে পাঠক, ইঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ তদানীন্তন নবাব ও ফৌজদারগণের উভয় পার্শ্বে অস্ত্রে শস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেশ শাসন করিতেন! ভয়ে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার শক্তিও সকলে রাখিতেন না। বিশ্বাস হয় কি পাঠক, এই মুসলমান সমাজের লোকেরাই দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশের সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভু ছিলেন? কালমাহাত্ম্যে কতক

ভর্ত্তা ভৃত্যে এবং ভৃত্য ভর্ত্তায় পরিণত হইয়াছেন !! দাস বা মাহিষ্য জাতির প্রতিপত্তি অনেক কাল হইল বিলোপ হইয়াছে। গবেষণাকারিগণ ব্যতীত অন্যের ইহা অনুভব করিবার শক্তি নাই।

উত্থানের সঙ্গে স্মৃতি এবং নিদ্রার সঙ্গে স্মৃতির লোপ হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ জাতীয় শক্তির উত্থান ও নিদ্রা বা পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পদ গৌরবত্ব বিষয়ক স্মৃতি হয় এবং স্মৃতির লোপ পায়। যথন স্মৃতি লোপ পায় তথন নামটি পর্য্যন্ত ভুলা যায়। তাই মনু বলিয়াছেন :—

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥

(মনুসংহিতা ১০।৪২)

কুল্লূকীয় টীকা :—তে সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতাঃ।

অস্যার্থ।—কালের গতিতে এই জগতে তপস্যা এবং বীজ প্রভাবে দ্বিজধর্ম্মী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যাদি ছয় জাতি উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ প্রাপ্ত হন।

ইহারা যথন অপকর্ষ প্রাপ্ত হন, তথন নিজ নামটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। এমন লোক কি দৃষ্ট হয় না, পাঠক, যিনি পিতামহের নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান? জিজ্ঞাসায় স্মরণ করিয়াও বলিতে পারেন না। একদমে সাত পুরুষের নাম বলিতে পারেন এরূপ ভাগ্যবান কয়জন আছেন? সেই জন্যই মনু বলিয়াছেন :—

"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ"।

আজ কাল অনেকে কৃষি নামে ভ্রূকুঞ্চিত করেন। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি ইহা বৌদ্ধ ভাব। যে কৃষি আর্য্য নামের অর্থজ্ঞাপক, কোন আর্য্য সন্তানই সেই কৃষি নামে শিহরিয়া উঠিতে পারেন না। গায়কের সুরে বলিতে হইবে,

"এখনো এখনো কেন সে নামে শিহরে প্রাণ" !!

পরাশর সংহিতায় বলেন :—

"ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চ পূজয়েৎ।"

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণও কৃষিকর্ম্ম করিয়া দেবতা ও পিতৃগণ পূজা করিবেন।

নবদ্বীপ পণ্ডিত কলেজের প্রেসিডেণ্ট ও হিন্দু আইন ব্যাখ্যাতা পরলোকগত স্মার্ত্তশিরোমণি যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, ডি, এল, মহাশয় তাঁহার জাতি বিষয়ক Hindu castes and Sects নামীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Ordinarily the majority of the Rajputs and the Jats live by cultivation."

(*Hindu Castes and Sects, page* 145)

অনুবাদ :—রাজপুত ও জাঠ জাতির অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

"The Konojias hold a very high position among the Brahmins. Many of them practise agriculture, and it is said some till land with their own hands"

(*Hindu Castes and Sects, page* 49-50)

অনুবাদঃ— ব্রাহ্মণ সমাজে কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ অতি উচ্চ

পদে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা অনেকে কৃষিকার্য্য করেন, এমন কি নিজ হস্তে লাঙ্গল চালাইয়া থাকেন।

জাতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা মাননীয় সেরিং সাহেব বলেনঃ—

The Pramaras are by far the most numerous of the Rajput race...The Pramaras are exclucivcly devoted to agriculture.

(*Sherring's Tribes and Castes, Vol II, page* 93)

অনুবাদঃ— প্রমর বংশীয় রাজপুতদের সংখ্যা অত্যধিক। ইঁহারা কেবল কৃষিকর্ম্মে রত আছেন।

স্মার্ত্ত শিরোমণি মহাশয় মাহিষ্য জাতির পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

"The Clean Agricultural Castes"

"They form an important section of the local population of Bengal. In the district of Midnapur they may be reckoned among the local aristocracy. In other districts where they are found their position is only next to that of the Kayasthas.

In the Tumluk and Contai Subdivisions of the Midnapur district they may be said to form the upper layer of the local population."

(*Hindu Castes and Sects, page* 279)

অনুবাদ ঃ—

"জলাচারণীয় ও বিশুদ্ধ কৃষিজীবী হিন্দুজাতি।"

"এই জাতি বঙ্গের গ্রামবাসী লোকদের মধ্যে একটী গরিষ্ঠ

সম্প্রদায়। মেদিনীপুর জেলায় ইঁহারা স্থানীয় এরিষ্টক্রেসি অর্থাৎ আর্য্য সমাজে নেতা সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদি বড়লোক সম্প্রদায়। তদ্ভিন্ন অপরাপর জিলার যে যে স্থানে এই জাতি থাকা দৃষ্ট হয় সেই সেই স্থানে ইহাঁদের পদমর্য্যাদা কেবল কায়স্থ জাতিরই অব্যবহিত নিম্নে। তমলুক এবং কাঁথি অঞ্চলের সমাজে ইঁহারা উচ্চতম স্তরের সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদী বড়লোক।"

বাঙ্গালায় মাহিষ্য-প্রভুত্ব।

লাট ও কঙ্ক দ্বীপের রাজারা মাহিষ্য ছিলেন। বর্ত্তমান নদীয়া ও যশোহর জিলার প্রায় বার আনা লইয়া লাট ও কঙ্কদ্বীপ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। যাঁহারা ইতিহাস জানেন তাঁহাদের ইহা জানা আছে।

হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান লাল মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় **সম্বন্ধ-নির্ণয়** নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন— লাট ও কঙ্কের রাজারা জাতিতে দাস বা মাহিষ্য ছিলেন।

ব্রাহ্মণকারিকার গ্রন্থকার এড়ু মিশ্র মহাশয় লাট ও কঙ্কের রাজাদিগকে জাতিতে 'দাস' লিখিয়া গিয়াছেন। ১৬শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণকারিকার অনুবাদক পণ্ডিত নূল পঞ্চানন মহাশয় লাট ও কঙ্কের রাজাদের জাতি স্থলে কেবল 'হালিক' লিখিয়াছেন। ময়মনসিংহ জজকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল বাবু যাদব চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার রচিত কুলীন সম্বন্ধীয় **কুল-কালিমা** নামক গ্রন্থের মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণে

আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন যে, লাট ও কক্কের রাজারা জাতিতে মাহিষ্য ছিলেন।

এইরূপে বঙ্গের সর্ব্বত্র এই জাতির গৌরব ছিল। রংপুর জিলায় রাজা ভীম, ঢাকা জিলায় রাজা হরিশ্চন্দ্র, ময়মনসিংহ জিলায় রাজা নবরঙ্গ ও শ্রীহট্ট জিলায় গঙ্গাসিংহের কথা চির প্রসিদ্ধ।

মেদিনীপুর জিলাস্থ তমলুক, ময়না, তুর্কা প্রভৃতি স্থানের মাহিষ্য নরপতিগণ মুসলমান রাজত্ব কাল ব্যাপিয়া স্বাধীন ছিলেন। ইঁহারা ইংরেজ আমলে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"The Raja of Mayanachoura was not then, as now, a peaceful subject and used to shut himself up in his fort whenever called upon to settle for his lands or to pay his revenue."

(Hunter's Statistical Account)

অনুবাদ :—এখনকার ন্যায় ময়নাগড়ের রাজা গবর্ণমেণ্টের শান্ত প্রজা ছিলেন না। বন্দোবস্ত করার জন্য কিম্বা সদর জমা দিবার জন্য বলা হইলে রাজা নিজ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতেন।

খৃষ্টিয় ১১শ শতাব্দীর লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, মাহিষ্য জাতি সেই সময়ে শতাধিক বৎসর বরেন্দ্র দেশ বা উত্তর বঙ্গ প্রদেশ (Nothern Bengal) শাসন করেন। পূর্ব্বে উহা পাল রাজাদের অধিকারে ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তথায় মাহিষ্য জাতীয় দিব্বোক, তৎপর তস্য ভ্রাতা রুদক, ও তৎপর রুদকের পুত্র ভীম রাজত্ব করেন এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য

ধর্ম্ম রক্ষা করেন। শেষ রাজা ভীমের সময় পালবংশীয় রামপাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের চৌদ্দ জন বৌদ্ধ নরপতির সাহায্যে রাজা ভীমের কর্ম্মচারীগণকে উৎকোচ দ্বারা বাধ্য করতঃ কতিপয় প্রজার সহিত ষড়যন্ত্রে মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে রাজা ভীমকে হস্তী পৃষ্ঠে ধৃত করিতে সমর্থ হন। এইরূপে বরেন্দ্র দেশ পুনঃ বৌদ্ধ রাজার করতল গত হয়। ইহা **রামচরিত** নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নেপাল রাজের পুস্তকাগারে রক্ষিত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

পালরাজগণ মাহিষ্য ;

রামচরিত বর্ণিত দিব্বোক বংশীয় আর্য্য-কৈবর্ত্ত জাতীয় **রাজা ভীম** এবং **পালবংশীয় রাজগণ** একই জাতি ছিলেন। ইঁহারা মাহিষ্য। রামচরিত গ্রন্থকার সন্ধ্যাকর নন্দী এবং মাননীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি দ্বারা ইহা সমর্থিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় মাননীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় উক্ত রামচরিত গ্রন্থখানার একখণ্ড প্রতিলিপি ইংরেজ অনুগ্রহে নেপাল রাজের লাইব্রেরী হইতে আনয়ন করিয়া নিজে তাহার একটী ভূমিকা (Introduction) ইংরেজীতে লিখিয়া এসিয়াটীক সোসাইটীর সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। (*Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol III, Page 1-56.*)

পালবংশীয় ভীমপাল নামে জনৈক রাজা পদ্মী নামক জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে পদ্মীর রাজা ভীম পাল এবং রামচরিতে বর্ণিত রাজা ভীম একই ব্যক্তি। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের রাজ্য জয়কারী দিব্বোক রাজবংশ আর্য্য-

কৈবৰ্ত্ত, ইহা রামচরিতে লিখিত আছে। ঐ রাজবংশ আৰ্য্য-ধৰ্ম্ম রক্ষক ও সংস্থাপক ইহা 'রামচরিতম্' পাঠে অবগত হওয়া যায়। মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :—

Bhadreswar's son was Sureswar the auther of a Sanskrit Dictionary of Medical Botany, who served under a king named Bhim Pal, the ruler of Padi, perhaps the same Bhim who wrested Northern Bengal from the Pals for a time.

(*Sastri's Introduction to Ramcharita.*)

অনুবাদ :—ভদ্রেশ্বরের পুত্র সুরেশ্বর সংস্কৃত ভাষায় বৈদ্যক শাস্ত্রের একখানা অভিধান লিখেন। তিনি পদী নামক জনপদের রাজা ভীম পালের কৰ্ম্মচারী ছিলেন। কতক সময়ের জন্য যে ভীম পালরাজগণের হাত হইতে উত্তর বঙ্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, খুব সম্ভব, এই ভীমপাল এবং পদীর রাজা একই ব্যক্তি।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন—The Pals......do not claim their descent ......even from the kshatriya race. ......They were plebeians and so they thought well to remain.

অনুবাদ :—পালরাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন নাই। তাঁহারা প্রজাশ্রেণীর লোক ছিলেন এবং তাহাতেই তুষ্ট ছিলেন।

রামচরিতের ১ম অং ১৭ শ্লোকে গ্রন্থকার সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজগণের জাতি বর্ণনাচ্ছলে লিখিয়াছেন—

"শ্রীপতি-নাভিসম্ভূতঃ"। উক্ত শ্লোকের টীকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন শ্রীপতিঃ পার্থিবঃ, নাভি ক্ষত্রিয়ঃ তস্মাৎ সম্ভূতঃ। ইহার অর্থ ক্ষত্রিয়বীর্য্যে উৎপন্ন। ইহাতে "ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ" এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

কাজেই ক্ষত্রিয়াজ্জাত পালবংশীয় রাজগণ একই মাহিষ্য জাতীয় লোক ছিলেন। পালবংশীয় মাহিষ্যগণ বৌদ্ধ এবং দিব্বোক বংশীয় মাহিষ্যগণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এই মাত্র বিশেষত্ব।

অনেকস্থলে পাল উপাধি মাহিষ্য জাতিতে এখনও বিদ্যমান আছে। ফরাশী চন্দননগর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারক (Chief Justice) শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী পাল মহাশয় পশ্চিম বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজের একজন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক। বনমালী বাবুর সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয় প্রসঙ্গ আছে।

মাহিষ্য জাতিতে দাস, ভুঁইয়া, পাল, বিশ্বাস, মজুমদার, তরফদার, চকদার, বেরা, মাইতি, হাতী, সেনাপতি, ভারতী, কপাট, সিংহ, ব্যাঘ্র, চৌধুরী, পুরকায়স্থ প্রভৃতি বহুতর উপাধি আছে, তদ্দ্বারা ইহাদের পূর্ব্বতন প্রভুত্বের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। ইহারা মহাভারতীয় যুগের সময় হইতে বঙ্গদেশের সামরিক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সরযূ ও নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে এই বীর জাতি ভারত যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।* এই মাহিষ্য রাজগণের শাসনদণ্ডে

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী সঙ্কলিত "তমলুকের ইতিহাস" পাঠ করুন।

আসমুদ্রহিমাচল ভারত ও ভারত সাগরীয় দ্বীপমালা শাসিত হইত। বাঙ্গালীর প্রভুত্ব ইঁহাদেরই সিংহবীর্য্যে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান অবস্থা।

আর্য্য দাস বা মাহিষ্য জাতির ক্ষমতা ও প্রভুত্ব এক সময়ে ভারতে অপ্রতিহত ছিল। বহুদিন হইল এই জাতির সেই প্রচণ্ড প্রভুশক্তি লোপ হইয়াছে। জমিদার মিরাশদার এবং তালুকদার রূপে ইঁহাদের অনেকে দেশের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই প্রভুশক্তির ছায়ার ছায়া রক্ষা করিতে কোন মতে সমর্থ হইয়াছেন মাত্র। ইহাঁদের অধিকাংশ লোক জাতীয় পেষা কৃষি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তথাপি এখনও এই জাতি দেশের যে যে স্থানে বর্ত্তমান আছেন, এই জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ চিরদিন সমাজ অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। দাস মাহিষ্যগণ সমাজের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং কোথায় কি ভাবে সমাজ রক্ষা ও শাসন করিয়া আসিতেছেন, এস্থলে তাহা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত নহে। ইহা আশূদ্র সকল জাতিরই জানা আছে।

শ্রীহট্টে বালাগঞ্জ থানার ইলাশপুর ও সুনামপুরের চৌধুরীগণ, যাঁহারা সাধারণতঃ বুয়ালজুরের চৌধুরী বলিয়া বিখ্যাত, ছাতক থানার ছাতকের চৌধুরী ও পুরকায়স্থগণ, ইছাকলসের চৌধুরীগণ এবং ধর্ম্মপাশা থানার বংশীকুণ্ডার চৌধুরীগণ কি ভাবে সেই সেই স্থানে আবহমান কাল আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত তাহা এ দেশের আশূদ্রব্রাহ্মণ সকলেই বিশেষ পরিজ্ঞাত।

শ্রীহট্ট জেলার থানপুরের পুরকায়স্থগণ ও দশঘরের চৌধুরীগণ এবং ঐ জিলার কায়স্থ ধনী জমিদার পাইল গ্রামের চৌধুরীগণ কি ভাবে সম্বন্ধ ও তদঞ্চলে সর্ব্বজাতীয় সমাজে তাঁহারা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত, এ জিলাবাসী ভদ্র অভদ্র সকল ব্যক্তিই অবগত আছেন। গঞ্জনপুরের চৌধুরীগণ, জগন্নাথপুরের অধিকারিগণ এবং চাঁদপুরের মোহান্তগণ কি ভাবে হিন্দু সমাজ পরিচালনা করিতেছেন, তাহা তত্তৎস্থানীয় ইতর ভদ্র সকলেই সবিশেষ অবগত নহেন কি? সেইরূপ সুখাইড়, গৌরারঙ্গ, জগৎশ্রী, রাজানগর, আটগাও, বিথঙ্গল, মুড়া-কইর, হালিতলা, ভুবারাই, কাকাইলছেও এবং চামরেজানীর চৌধুরীগণ, আতাসন, ইন্দেশ্বর, গহর পুর, শ্রীমঙ্গল, ষোলভাগী এবং অস্তেহরির পুরকায়স্থগণ, নন্দনপুরের তরফদার ও নৈগাঙ্গের চৌধুরী পুরকায়স্থগণ, লাউড় ও রামদিঘা প্রভৃতি পরগণার তালুকদারগণ এবং আমুরা বড়লেখার সেনাপতিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে তত্তৎ স্থানে কি ভাবে হিন্দু সমাজ এবং তাহার ধর্ম্মশাসন ও সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভদ্র ও অভদ্র, বিনীত ও দুর্ব্বিনীত সকলেই পরিজ্ঞাত। ইহাঁরা পূর্ব্বাবধি “জলচল” ব্যক্তি থাকা সম্ভাবনা, কি, “ইদানীন্তন জলচল” ব্যক্তি হওয়া সম্ভব, ইহা সুবুদ্ধি পাঠকের এবং সমাজ পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের কতক হাত বা অধিকার আছে তাঁহারা বিচার ও বিবেচনা করুন।

শ্রীহট্ট জিলার আরও অনেক জায়গায় দাস বা মাহিষ্যপ্রধান স্থান বহুতর আছে। ইহাদের পদমর্য্যাদা দেশের সর্ব্বত্র গরিয়সী।

ভারতীয় জাতিগণের মধ্যে এখনকার রাজশক্তি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চাকুরী। গবর্ণমেণ্টের সংস্রবে থাকিয়া এই জাতির নিজের মধ্যে চাকুরীরূপ রাজশক্তি সে ভাবে আনিতে পারেন নাই, এইটী ইহাদের অভাব। সেই জন্যই অন্যের লেখনীর আঘাত এই জাতিকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। জাতি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আর্য্যত্ব কি অনার্য্যত্ব, কি জলচলনত্ব, কাহারও কপালে লিখা থাকে না। স্বভাব এবং কর্ম্মই তাহাদের পরিচয় দায়ক। "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভি" স্মৃতি শাস্ত্রের এই বচন অনুসারে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি জাতি চিনিতে ও ঠিক করিতে পারেন।

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতৃজং বা ততোভয়ং।
ন কথঞ্চন সংকীর্ণঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥
যথৈব যদৃশোরূপো মাতা পিত্রোর্হি জায়তে।
ব্যাঘ্রশ্চিত্রৈস্তথা যোনিং পুরুষঃ স্বং নিযচ্ছতি॥

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৮ অং ৪১।৪২ শ্লোক)

অস্যার্থঃ। কোন সঙ্কর জাতিই পিতৃজাতি ও মাতৃ জাতির চরিত্র এবং কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। যেমন ব্যাঘ্রশাবকের শরীরে ব্যাঘ্রের শরীরের চিত্র ও দাগ অঙ্কিত থাকে সেইরূপ সঙ্কর শ্রেণীর প্রত্যেক জাতির কর্ম্মে ও চরিত্রে পিতৃজাতির মাতৃজাতির স্বভাব এবং কর্ম্মের চিত্র বিচিত্র রেখা থাকে। অর্থাৎ তাহারা পিতামাতার স্বভাব ও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

স্মৃতিশাস্ত্র যে কোন ব্যক্তি হাতে লইয়া মিলাইয়া দেখুন, মাহিষ্য

জাতির স্বভাব ও কর্ম্ম বলিয়া দিবে, ইঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার সন্তান, উৎকৃষ্ট আর্য্য জাতি। ইহাঁদের জাতীয় পেশা কৃষি ও প্রজা পালন। ইহাঁরা স্বকর্ম্মে পূর্ব্বাপর নিযুক্ত আছেন। এই জাতীয় লোকে এক সঙ্গে কৃষি ও প্রজাপালনরূপ মিরাশদারী, জমিদারী, তালুকদারী ও গৃহস্থী ছাড়িয়া দিলে একমাস বাঁচিতে পারে কি? এই নিয়ম কিন্তু অন্যান্য জাতিতে খাটিবে না। বলবীর্য্যে এই জাতি বঙ্গীয় অন্য কোন জাতি হইতে হীন নহে। অকস্মাৎ উত্তেজনার কারণ না হইলে এই জাতির শৌর্য্য ও বীর্য্য দুর্ব্বল জাতীয় লোকে জানিতে পারে না। তেজোমূলক উচ্ছৃঙ্খলা-বশতঃ এই দাস বা মাহিষ্য জাতীয় ২০।২৫ জন লোক একত্রিত হইলে, এতদঞ্চলে এক বিক্রান্ত মুসলমান জাতি ছাড়া, বাঙ্গালী অন্য কোন জাতীয় দশগুণ লোক, এমন কি, কোন কোন স্থলে শত গুণ লোকও ভয়ে জড়ষড় হন, এবং অন্যের কৃপাপ্রার্থী হইতে বাধ্য হন। ইহা প্রত্যক্ষ কথা।

বাঙ্গালী জাতির জাতীয়ত্ব লইয়া গৌরব করিবার যদি কিছু থাকে, তাহার অধিকাংশ এই মাহিষ্য দাস জাতির সম্পর্কে আছে। ইহারাই গৌড় বরেন্দ্র তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা, অসংখ্য সামন্তচক্রে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, ভারতের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করতঃ অতীত যুগে সমগ্র জগতে বাঙ্গালীর মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অবাধ বাণিজ্য জগদ্ব্যাপী হইয়া-ছিল; রোমের বন্দরে বাঙ্গালীর রণপোত বাণিজ্যপোত শোভিত থাকিত ও তদ্দ্বারা তদানীন্তন ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য পাশ্চাত্য জগতে গীত হইয়াছিল। ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপমালায় মাহিষ্য-নৃপতি-গণ অভিযান করিয়া তথায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপনকরতঃ আর্য্য

ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের শেষ মাহিষ্যনরপতি এই সে দিন ওলন্দাজগণের নিষ্ঠুর আঘাতে জীবনলীলার অবসান করিয়াছেন মাত্র। বাঙ্গালীর যাহা কিছু জাতীয়ত্ব, তাহার চৌদ্দ আনা মাহিষ্য জাতির সম্পর্কে; ইহাঁদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালীর জাতীয়ত্ব থাকে না—আর্য্যত্ব থাকে না—অতীত গৌরব করিবার কিছুই থাকে না।

দাস শব্দের পূর্ব্বে "উপসর্গ" যোগ করিলে অনেক জাতি পাওয়া যায়। আমরা শ্রীহট্টে হালিক দাস ও পাটীকর দাস বা পাটিয়ারা দাস এবং জালিক দাস এই তিনটি জাতি দেখিতে পাই। পাটীয়ারা দাসের স্পর্শ করা জল এবং জালিক বা কৈবর্ত্তদাসের জল ব্রাহ্মণাদি **আর্য্য জাতি** এমন কি শূদ্রাদি জাতিরও গ্রহণীয় নহে। আক্রমণকারিগণ নিশ্চয়ই বৃত্তান্তঘটিত-ভ্রমে পতিত হন নাই, কারণ পাটীকর দাসের এবং জালিক কৈবর্ত্ত দাসের স্পর্শ করা জল এখনও ব্রাহ্মণাদি আর্য্য সমাজের কেহ পান করেন না। কাজেই বলিতে হইবে, "ইদানীন্তন জলচল" দাস—এতদঞ্চলের দাসেরা অনার্য্য —প্রভৃতি কিজ্ ভূণ, দাস মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে আক্রমণকারিগণের কতকের পূর্ব্বস্মৃতিভ্রংশজনিত ভ্রম এবং কতকের ঈর্ষা-প্রণোদিত রুচিবিকার ও অসদভিপ্রায়। স্মৃতিভ্রম হইলে আলোচনা দ্বারা সংশোধন হয়।

যে সকল পণ্ডিত দাস বা মাহিষ্য জাতিকে অনার্য্য, ইদানীন্তন জলচল প্রভৃতি নীচ জনোচিত কদর্য্য কথায় গালি দেন, তাঁহাদের অগ্রপশ্চাৎ অনেক ভাবিয়া গালি দেওয়া উচিত। অপণ্ডিতের মত কথা বলা তাঁহাদের পক্ষে শোভা পায় না। লিখা পড়া জানি

বলিয়াই কম শিক্ষিত জাতির প্রতি কাগজপত্রের বিষয়ীভূত গালা গালি দ্বারা জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করা ও রাখা উচিত কি না সুধীজন বিবেচনা করিবেন।

ভারতের ভাগ্যবশতই এই বিশাল জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গরীয়ান্ ইংরেজ জাতি ভারতের শাসন দণ্ড হাতে লইয়াছেন এবং জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মাচরণে দেশে অতুলনীয় সুখশান্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইংরেজ রাজের প্রসাদে অনেকেই এখন মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছেন। ইংরেজ অনেকেরই মুখ বড় করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য, শত বাধা সত্ত্বেও, ইংরেজ রাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই সুযোগ যাঁহারা প্রথমে ধরিয়াছেন, তাঁহারাই আজ ইংরেজ অধিকারের প্রকৃষ্ট প্রজা। অতএব, হে দাস মাহিষ্য স্বজাতীয় বন্ধুগণ! নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য আপনারা লিখা পড়ায় একটু মন দেন। ইহা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি। লিখা পড়া না জানিলে জাতীয় স্বার্থ বা সম্পত্তি এমন কি নিজের স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষা করা যাইবে না। দেশ জালিয়াৎ, মিথ্যাবাদী ও প্রকৃত বিষয় গোপন-কারিগণ দ্বারা ভরিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য জাতীয় পাঠকের প্রতি উপসংহারে সানুনয় নিবেদন, ভ্রম থাকিলে দেখাইয়া দিবেন, সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।



পরিশিষ্ট।

মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী হিন্দু শাসন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কতিপয় শতাব্দী ব্যাপিয়া বিনা রক্তপাতে আবার ভারতবর্ষে ভারতীয় রাজত্ব চলিতে থাকে। কিন্তু ঐ সময়ের পর এবং ভারতীয় রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশদরূপে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু এবং মৎস্যপুরাণ অনুসারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও চন্দ্রবংশীয় মূল শাখার ক্ষত্রিয় রাজগণ নিজ নিজ কেন্দ্র লইয়া কয়েক শত বৎসর হস্তিনা এবং অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ভারত শাসন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে মগধের সম্রাট্ জরাসন্ধ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে অভিমন্যুর অধস্তন ২৭ পুরুষ পরে চন্দ্রবংশের রাজত্ব লোপ পায় এবং বৃহদ্বলের ৩০শ পুরুষ পরে সূর্য্যবংশের রাজত্ব শেষ হয়। এই সময়ে মগধ রাজ্যের রাজগণ প্রবল হইয়া উঠেন। দিল্লী এবং কলিকাতার ন্যায় মগধ নগরী ও ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল।

বৃহদ্বল সূর্য্যবংশীয় রাজা। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। এই বৃহদ্বলের পুত্রই রাজা বৃহৎক্ষণ। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ কোশলরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। বৃহদ্বলের অধস্তন ৩০শ পুরুষ ছিলেন রাজা সুমিত্র। এই সুমিত্রই সূর্য্যবংশের

শেষ রাজা। সুমিত্রের মৃত্যুর সঙ্গেই সূর্য্যবংশের রাজত্ব শেষ হয়। যথা :—

ইক্ষ্বাকুনাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।"

(বিষ্ণুপুরাণম্)

সুমিত্র ও ক্ষেমকের পরিচয়

অর্থাৎ সুমিত্রই ইক্ষ্বাকুবংশের (সূর্য্য-বংশের) শেষ রাজা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অভিমন্যুর সন্তানগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে হস্তিনায় রাজ্য করিতে থাকেন। অভিমন্যুর অধস্তন ২৭ পুরুষ ছিলেন রাজা ক্ষেমক। এই ক্ষেমকই চন্দ্রবংশের শেষ রাজা। যথা :—

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ।

(বিষ্ণু পুরাণম্)

অর্থাৎ ক্ষেমকের সঙ্গেই চন্দ্রবংশের লোপ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার গর্ভে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের তৃতীয় ভ্রাতা মহাবীর অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। এই অভিমন্যু হইতে ক্ষেমক ধারাবাহিকরূপে নিম্নগামী ৩০ পুরুষ।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪ অধ্যায়)

অভিমন্যু হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় সম্রাটগণের নাম।—(১) অভিমন্যু (২) পরীক্ষিত (৩) জনমেজয় (৪) শতানীক (৫) অশ্বমেধ দত্ত (৬) অধিসীম কৃষ্ণ (৭) নিচক্ষুঃ (৮) উষ্ণ (৯) চিত্ররথ (১০) শুচিরথ (১১) বৃষ্টিমান (১২) সুষেণ (১৩) সুনীথ (১৪) দৃঢ় (১৫) নৃচক্ষুঃ (১৬) সুখাবল (১৭) পরিপ্লব

(১৮) সুনয় (১৯) মেধাবী (২০) নৃপঞ্জয় (২১) মৃদু (২২) তিগ্ম (২৩) বৃহদ্রথ (২৪) বসুদান (২৫) দ্বিতীয় শতানীক (২৬) উদয়ন (২৭) অহিনর (২৮) খণ্ডপাণি (২৯) নিরমিত্র (৩০) ক্ষেমক।

কুরু-পাণ্ডবগণ চন্দ্রবংশীয় বা সোমবংশীয় লোক ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে চন্দ্র বংশই সমগ্র ভারতের সম্রাট্ ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অধিনায়কত্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভারতের সম্রাট্পদে বরণীয় হন। সূর্য্যবংশীয় রাজগণ চন্দ্রবংশের সামন্ত রাজা ছিলেন। এই সামন্ত রাজগণের অধীনেও অনেক ছোট ছোট রাজা এই ভারতে রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে রাজা বৃহদ্বল সূর্য্যবংশের প্রধান রাজা ছিলেন। রাজা বৃহদ্বলের পিতা বিশ্রুত। অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন।

"ততো বিশ্রুতঃ ততো বৃহদ্বলঃ যোহ অর্জ্জুন-তনয়েন অভিমন্যুনা ভারত যুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত॥"
(বিষ্ণুপুরাণ।৪ ৪।৪৮।)

সূর্য্যবংশীয় রাজা কুশ হইতে এই বৃহদ্বল ৩১ পুরুষ নিম্নগামী রাজা। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪। অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইঁহাদের নাম যথাঃ—(১) কুশ (২) অতিথি (৩) নিষধ (৪) নল (৫) নভঃ (৬) পুণ্ডরীক (৭) ক্ষেমধন্বা (৮) দেবানীক (৯) অহীনগু (১০) রুরু (১১) পরিপাত্র (১২) দল (১৩) ছল (১৪) উক্থ (১৫) বজ্রনাভ (১৬) শঙ্খনাভ (১৭) ব্যুষিতাশ্ব (১৮) বিশ্বসহ (১৯) হিরণ্যনাভ (২০) পুষ্য (২১) ধ্রুব সন্ধি (২২) সুদর্শন (২৩) অগ্নিবর্ণ (২৪) শীঘ্র (২৫) মরু

(২৬) প্রসুশ্রুত (২৭) সুগন্ধি (২৮) অমর্ষ (২৯) মহাস্বান্ (৩০) বিশ্রুতবান্ (৩১) বৃহদ্বল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত রাজা বৃহদ্বলের পুত্রের নাম ছিল রাজা বৃহৎক্ষণ। এই বৃহৎক্ষণ হইতে রাজা সুমিত্র ২৭ পুরুষ নিম্নগামী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং রাজা সুমিত্রের রাজত্বকাল এই সময়ের মধ্যে সূর্য্যবংশে মাত্র ২৭ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতি শত বৎসরে তিন জনের রাজত্ব ধরিলে এই ২৭ জন রাজার রাজত্ব কাল ৯০০ নয়শত বৎসর ব্যাপী ছিল।

অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৯০০ নয়শত বৎসর পরবর্ত্তী সময়ে সূর্য্যবংশীয় রাজা সুমিত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুমিত্রই সূর্য্যবংশের শেষ রাজা, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৯০০ নয় শত বৎসর পর সূর্য্যবংশীয় রাজাদের সর্ব্বশাখার লোপ হইয়াছে, ইহা পুরাণকর্ত্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতবর্য্য কালিদাস রঘুবংশে রাজা অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত অগ্নিবর্ণ রাজা বৃহদ্বলের ঊর্দ্ধে ১০ পুরুষ এবং রাজা কুশ হইতে নিম্নে ২১শ পুরুষ।

প্রতি শত বৎসরে তিন রাজার রাজত্ব ধরিলে ৩০ জন রাজার রাজত্ব কাল ১০০০ এক হাজার বৎসর হয়। চন্দ্রবংশের রাজা ক্ষেমক ঐ হিসাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় হইতে প্রায় ১০০০ এক হাজার বৎসর পরবর্ত্তী।

রাজা সুমিত্র ও ক্ষেমকের পরে চন্দ্র-সূর্য্যবংশে আর কোন রাজা জন্মেন নাই। আমরা দেখাইয়াছি, ইহারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতে প্রায় ১০০০ এক হাজার বৎসর পরবর্ত্তী রাজা।

এখন কলিযুগ। কলির পরমায়ু ৪৩২০০০ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। এই ১৩২৩ বাংলা সনে কলিযুগের মাত্র ৫০১৬ বৎসর চলিতেছে।

মগধের সম্রাট্ জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সহদেব মগধে রাজা হন। সহদেবের অধস্তন ২১শ সন্তানের নাম রিপুঞ্জয়। এই রিপুঞ্জয়ই মগধরাজ্যে জরাসন্ধ বংশের শেষরাজা। চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা ক্ষেমক এবং সূর্য্যবংশীয় শেষ রাজা সুমিত্র পরলোক গমন করিবার পরই যেমন ঐ উভয় বংশের সিংহাসন চিরতরে শূন্য হইয়াছিল, জরাসন্ধের মৃত্যুতে মগধের সিংহাসন সেরূপ শূন্য হইল না।

রিপুঞ্জয়ের কাল নিরূপণ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মগধসম্রাট্ জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মধ্যম পাণ্ডব ভীম কর্ত্তৃক নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে রাজা করেন। সহদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সহদেবের পর তৎপুত্র সোমাপি মগধ সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করেন। এই সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় ২১শ পুরুষ অধঃগামী রাজা। কাজেই রিপুঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতে ২১ পুরুষ পরবর্ত্তী।

মগধ সিংহাসনের রাজা জরাসন্ধ রাজা বৃহদ্রথের পুত্র। এই জরাসন্ধ হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ২২ জন বৃহদ্রথ বা জরাসন্ধবংশীয় রাজা মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন।

"ইত্যেতে বার্হদ্রথো ভূপতয়ো
বর্ষ সহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥"

(বিষ্ণু পুরাণ ৪।২৩।)

পূর্ব্বোক্ত হিসাবে গণনা করিয়া আমরা যদি রাজা জরাসন্ধ ও তৎপুত্র সহদেবের রাজত্বকাল বিয়োগ করি তবে দেখিতে পাই যে, জরাসন্ধবংশীয় শেষ রাজা রিপুঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৯২৫ বৎসর পরবর্ত্তী সময়ে জীবিত ছিলেন।

এই বৃহদ্রথ বা জরাসন্ধ বংশের রাজত্ব রাজা রিপুঞ্জয়ের সঙ্গেই লোপ পায়। মন্ত্রী সুনিক রাজা রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া নিজ পুত্র প্রদ্যোতনকে মগধ সিংহাসনে স্থাপিত করেন।

"যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ তস্য সুনিকোনামামাত্যো ভবিষ্যতি। স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতননামানং অভিষেক্ষ্যতি।"

বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।

শিশুনাগ ও নন্দবংশের কাল নিরূপণ

রাজা প্রদ্যোতনের অধস্তন ৫ম পুরুষ ছিলেন রাজা নন্দীবর্দ্ধন। প্রদ্যোতনের বংশ এই ভাবে ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন এই বংশীয় রাজা নন্দীবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর শিশুনাগ নামা একজন ক্ষত্রিয় প্রজা মগধ সিংহাসনে রাজা হন।

এই বংশের দশজন রাজা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করেন। চন্দ্রসূর্য্যবংশ লোপ পাওয়ায় মগধই ভারতের রাজধানীরূপে গৃহীত হয় এবং মগধ সম্রাট্‌গণ ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাট্‌ হইয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম মহানন্দী; ইনি সমগ্র ভারতের রাজচক্রবর্ত্তীরূপে মগধে রাজধানী রাখিয়া রাজত্ব করেন। ইনিই ভারতের শেষ ক্ষত্রিয়-সম্রাট্‌ (বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ)। কাজেই দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ১৫০০ পনর শত বৎসর পরে (১০০০+১৩৮+৩৬২=১৫০০) শিশুনাগ বংশ লোপ পায়। এই বংশীয় শেষ ক্ষত্রিয় সম্রাট্‌ মহানন্দীর পুত্রই সম্রাট্‌ নন্দ বা মহাপদ্ম নন্দ।

অন্য হিসাবে বর্ণিত রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হইতে ১১১৫ বৎসর পরে শিশুনাগ বংশ লুপ্ত হইয়াছে।

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্‌।
এতদ্বর্ষ সহস্রং তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্‌॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।২।২১)

অস্যার্থ :—আপনার (রাজা পরীক্ষিতকে বলা হইতেছে) জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া মগধ সিংহাসনে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত যে সময় তাহার পরিমাণ ১১১৫ বৎসর।

এই মহানন্দির সময় পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয় জাতির প্রভুত্ব ও রাজত্ব ছিল; শ্রীমদ্ভাগবত বিষ্ণু বায়ু ও মৎস্য পুরাণাদিতে ইহা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্য ভয়ে বচন উদ্ধৃত হইল না।

ভারত সম্রাট্‌ মগধাধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহানন্দী শূদ্রজাতীয়

এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন এবং এই শূদ্রাপত্নীর গর্ভে নন্দ নামে একপুত্র উৎপাদন করেন। নন্দই পরে মহাপদ্ম নন্দ এই নামে সমগ্র ভারতের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মগধসিংহাসনে বসিয়া ভারত শাসন করেন। যিনি পুরাণ-অরণ্যে অকুতোভয়ে সিংহের ন্যায় বিচরণ করেন, সেই পণ্ডিতচূড়ামণি সর্ববেত্তা শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, সম্রাট নন্দের মহাপদ্ম পরিমিত ধন বা সৈন্য ছিল বলিয়া ইহাঁকে মহাপদ্ম নন্দ বলা হইত। এই মহাপদ্ম নন্দই ভারতের তদানীন্তন প্রত্যেক দেশের সিংহাসনে উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয় লোককে স্থাপিত করেন এবং ভারতের একচ্ছত্রী রাজা হন। এই হইতে মগধ তদানীন্তন ভারতের রাজধানী রূপে গৃহীত হয় এবং এই হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শূদ্রতুল্য উগ্রক্ষত্রিয় সঙ্করদিগের রাজ্য কতক কালের জন্য বিস্তৃত হয়। এই সময় হইতেই তদানীন্তন ভারতীয় বীর জাতি সকল এক অভিনব ভাবে জাগরিত হন এবং ক্ষত্রিয়-শোণিত-সম্ভূত নানা প্রকার সঙ্কর ও সঙ্করানুসঙ্করগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবল হইয়া উঠেন এবং তত্তৎ দেশ শাসন করিতে থাকেন।

ভারত-সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ ক্ষত্রিয়-শোণিত-সম্ভূত অনুলোম সঙ্কর জাতীয় লোক। "অনুলোম সঙ্করাণাং মাতৃজাতীয়ত্বাৎ" এইজন্য সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ মাতৃজাতি শূদ্রের ধর্ম্ম পান; এই জন্য পুরাণকারগণ সম্রাট মহাপদ্ম নন্দকে শূদ্র বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন এবং "ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি" বলিয়াছেন। (বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ)। বস্তুতঃ সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ এবং তাঁহার বংশীয় সম্রাটগণ জাতিতে শূদ্র নহেন। তাঁহারা জাতিতে উগ্র ছিলেন।

নন্দের সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র ছিল। ইঁহারাই পুরাণে বর্ণিত নন্দবংশীয় মগধের রাজা। ইঁহাদের রাজত্বকাল গত হইলে মগধের সিংহাসনে মৌর্য্যগণ আসীন হইয়া দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারত শাসন করেন। মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজাই চন্দ্রগুপ্ত। যথাঃ—

"নন্দস্যৈব পত্ন্যন্তরস্য মুরাসংজ্ঞস্য
পুত্রং (চন্দ্রগুপ্তং) মৌর্য্যাণাং প্রথমম্।"
(শ্রীধর স্বামীকৃত বিষ্ণুপুরাণের টীকা)

মুরা নামে রাজা নন্দের এক পত্নী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহারই গর্ভজাত। মুরা রাজার অভিষিক্ত মহিষী ছিলেন না। শ্রীধর স্বামী তাঁহাকে পত্নী বলিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে নন্দের ন্যায় উগ্রক্ষত্রিয়। মুরা নাম হইতে মৌর্য্যবংশের নাম হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকখানা পাঠ করিলে পণ্ডিত চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় অনেক কথা জানিতে পারা যায় এবং চাণক্যের শতমুখী বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মৌর্য্যগণের পর পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র, বসুমিত্র, আন্ধ্রকাদি শুঙ্গগণ, তৎপর কণ্ব ও কাণ্বয়নগণ ভারতবর্ষ শাসন করেন। ইহাদের রাজধানী মগধে ছিল। ইহারা সকলেই উগ্রক্ষত্রিয় ও উগ্রসঙ্কর। (বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ)। ভারতবন্দ্য নাগেশভট্ট বা নাগোজীভট্ট তাই বলিয়াছেন—তৎসন্তানভূতা উগ্রাঃ রাজ্যে স্থাপিতাঃ।

এই উগ্রাদি সঙ্করগণের রাজত্বের শেষাবস্থায় ক্ষত্রিয়-শোণিত-সম্ভূত কৈবর্ত্তগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের নেতা বিশ্বস্ফটিক বা বিশ্বস্ফূর্জ্জির অধিনায়কত্বে মগধ সিংহাসন অধিকার করতঃ তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজা হন। ইহাঁদের রাজত্ব অনেক দিন চলিয়াছিল। ইহাঁদের পর যবনগণ ভারতের রাজা হন।

বিশ্বস্ফটিক বংশ।—বায়ুপুরাণে বিশ্বস্ফটিক যুগের ইতিহাস বর্ণিত আছে, কিন্তু তথায় তাঁহাকে অন্য নামে অর্থাৎ বিশ্বস্ফানি এই নামে বর্ণিত করা হইয়াছে। পুরাণ সকলে বর্ণিত বিশ্বস্ফটিক বা বিশ্বস্ফূর্জ্জি বা বিশ্বস্ফানি একই ব্যক্তি। এই তিন নামই একার্থবোধক। বিশ্বস্ফূর্জ্জি বংশীয়গণের রাজত্ব কাল কেহ কেহ গুপ্ত রাজবংশের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে কেহ কেহ মহাপদ্ম নন্দের অল্পকাল পরই নির্দ্দেশ করিতে চাহেন।

বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের বচনের সমন্বয় এবং ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই এ সকল বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহা পাঠ করিলে উল্লিখিত সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যাইবে।

"মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিক সংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি কৈবর্ত্ত বটু পুলিন্দ সংজ্ঞান্ ম্লেচ্ছপ্রায়ান্ ব্রাহ্মণান্ রাজ্যে স্থাপয়িষ্যতি উৎসাদ্যাখিলক্ষত্রজাতিম্।"

(বিষ্ণু পুরাণ ৪।২৪)

স্বামীকৃত টীকা :—ক্ষত্রজাতিং ক্ষত্রজাং উগ্রসূতাদিরূপাম্।

অস্যার্থ :—মগধে বিশ্বস্ফটিক সম্রাট্ হন। তিনি বহু সংখ্যক ম্লেচ্ছপ্রায় ব্রাহ্মণদিগকে কৈবর্ত্ত কটু ও পুলিন্দ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া তাহাদের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন কর্ম্ম অর্পণ করেন এবং উগ্রাদি সঙ্করগণকে উহাদের দ্বারা নির্ম্মূল করিয়া দেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে :—

মাগধানাঞ্চ ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জ্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যতি পরোবর্ণান্ পুলিন্দ-যদু-মদ্রকান্॥
(ভাগবত ১২।১।১৯)

শ্রীধর স্বামীকৃত উক্ত শ্লোকের টীকাঃ—

ততশ্চ মাগধানাং রাজা বিশ্বস্ফূর্জ্জির্ভবিতা। সঃ প্রাগুক্তাৎ পুরঞ্জয়াৎ অতিপ্রসিদ্ধ পুরঞ্জয়ঃ সন্ বর্ণান্ ব্রাহ্মণাদীন্ পুলিন্দ-যদু-মদ্রক-সংজ্ঞান্ ম্লেচ্ছপ্রায়ান্ করিষ্যতি।

অস্যার্থঃ—মগধে বিশ্বস্ফূর্জ্জি রাজা হইবেন। তিনি পূর্ব্ব বর্ণিত সম্রাট্ পুরঞ্জয় হইতেও অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া অনেক আচারশিথিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রসঙ্কর এবং বৈশ্যগণকে পুলিন্দ-যদু মদ্রক সংজ্ঞায় পরিণত করেন।

বায়ু এবং মৎস্যপুরাণেও ঠিক পূর্ব্বোক্তরূপে কৈবর্ত্ত, কটু ও পুলিন্দগণের পুষ্টি, উত্থান ও শক্তি বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য এই চারি পুরাণে পুলিন্দ বীরগণের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য পুরাণোক্ত কৈবর্ত্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতের এক স্থলে দাশ ও অন্যস্থলে যদু শব্দে বর্ণিত আছে। যথা:—

কলৌ শূদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।২২)

শ্রীধর স্বামী কৃত উক্ত শ্লোকের টীকা:—দাশ=কৈবর্ত্ত। অর্থাৎ কলিযুগে কৈবর্ত্তগণ ও শূদ্রগণ প্রাধান্য লাভ করেন।

মূল কথা এই যে কৈবর্ত্ত, যদু বা দাশগণ, কটু বা মদ্রক গণ এবং পুলিন্দগণ এই তিনটী বীর জাতি প্রবল হইয়া একযোগে এককালে বর্ষভারতশাসন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ সমর্থন করিয়াই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ এই বিক্রান্ত আর্য্য কৈবর্ত্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

ক্ষত্রশোণিতসম্ভূত কৈবর্ত্তগণ এবং মদ্রক ও পুলিন্দগণ বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা নিম্নে ইঙ্গিত করা গেল।

মাননীয় টড্ সাহেব তাঁহার 'রাজস্থান' গ্রন্থে রাজপুত জাতির

উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাজশক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন বংশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া মন্ত্রপূত করতঃ নূতন একটি সম্প্রদায় তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজপুত্র নাম দিয়া ভারত শাসনে নিয়োজিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিশ্রুতকীর্ত্তি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত পুষ্পাঞ্জলি নামক সুগভীর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থেও অগ্নিকুলের (রাজপুত জাতির) উৎপত্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, সমাজ-বিপ্লবকারী রাজন্যগণকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পুলিন্দ প্রভৃতি জাতীয় কতকগুলি লোককে রাজপুত্র নাম প্রদান করিয়া শিষ্য করতঃ স্বদলভুক্ত করিয়া লন। ইহাঁরা তিনবার এই রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, কিন্তু পরিশেষে বিপ্লবকারী রাজন্য শ্রেণী-ত্রয়কে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হন। তাই ঠিকরূপেই প্রজ্ঞাচক্ষু ইংরেজ লেখক মাননীয় অনারেবল মিষ্টার রিজলী সাহেব চাষী-কৈবর্ত্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন Many of them have become pseudo Rajputs. (Risleys's Castes and Tribes of Bengal) অর্থাৎ ইহাদের অনেকে কৃত্রিম রাজপুত জাতি সাজিয়াছেন।

৺ ভূদেব বাবু মহাত্মা টড্ সাহেবের ন্যায় রাজপুত জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, মাননীয় Vincent A, Smith সাহেবও তাহাই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। স্মিথ সাহেব বলেন :—

The main points to remember that the Kshatriya or Rajput caste is......composed of all clans following the Hindu ritual who actually undertook the work of government; that consequently people of most diverse races were and are lumped together as Rajputs.

V. A. Smith's Early History of India, Page 380.

অনুবাদ :—ক্ষত্রিয় বা রাজপুত জাতি সম্বন্ধে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে সকল বংশ প্রকৃত পক্ষে ভারত শাসন করিয়াছিলেন, সেই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের একীভূত সম্প্রদায়ের নাম রাজপুত।

এইভাবে রাজপুত্রীকরণ উত্তরপশ্চিম ভারতেই সহজে সংঘটিত হয়; বঙ্গদেশে কারণ বশতঃ ঐরূপ রাজপুত্রীকরণ হইতে পারে নাই। মুসলমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে আর্য্য কৈবর্ত্তগণ স্বাধীন ছিলেন। ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ (Dr. Grierson) সাহেব লিখিয়াছেন "They formed several great families of which that of Raja Tumluk still survives." অর্থাৎ ইহাঁদের মধ্যে অতি বড় বড় অনেকগুলি পরিবার ছিল তন্মধ্যে মেদিনীপুর জিলাস্থ তমলোকের রাজ পরিবার এখনও বর্ত্তমান। Sir William Hunter সাহেব বলেন যে ইহাঁরা (আর্য্য-কৈবর্ত্তগণ) মহারাষ্ট্রীগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেশে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ময়নাগড়ের কিল্লা তন্মধ্যে একতম যথা :—

Even in the quieter and more civilised parts of the district, the country contained many forts or strongholds to retreat on the occasions of the incursions of the Maharattas. Killa Mayanachoura is a well-known place of this kind.

(*Hunter's Statistical Account*)

একাদশ শতাব্দীর লিখিত রামচরিত নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে ক্ষত্রিয়াজ্জাত আর্য্য কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য দাসগণ সমগ্র উত্তর বঙ্গের (Northern Bengal) অধিপতি ছিলেন। এইরূপ ভাবে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববঙ্গে এবং শ্রীহট্ট জিলায় ইহাঁদের খণ্ডরাজ্য থাকার বিবরণ পাওয়া যায়। মাহিষ্যগণ বর্ত্তমানে সেই প্রবলশক্তির ছায়ার ছায়া মাত্র রক্ষা করিতে কোনরূপে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দাস বা মাহিষ্য জাতি মহাভারতীয় যুগের পর বাঙ্গালা দেশের এমন কি সমগ্র ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন। যবনাধিকারে ও ইংরেজ অধিকারে ইঁহাদের সেই রাজশক্তি লোপ পাইয়াছে। ইহাঁরা বাঙ্গালার আর্য্য সমাজে ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিয়া রাজ্য শাসন প্রজাপালন ও দেশের শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা আর্য্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা, ব্রাহ্মণ রক্ষা ও দেবতা রক্ষা করিয়া সনাতন ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহারা নিরীহভাবে কৃষিবৃত্তি অবলম্বনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং অনর্থক এরূপ উৎকৃষ্ট আর্য্য সম্প্রদায়কে বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে স্বকপোলকল্পিত বিবরণ বা কিংবদন্তীর প্রশ্রয় দিয়া ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস রচনা করা সুবিবেচকের কার্য্য নহে।

ন্যায়সঙ্গতরূপে আশা করা যায়, সুলেখকগণ কিংবদন্তীর আশ্রয় পরিহার করতঃ দেশের মঙ্গলের জন্য লিখিত প্রমাণ অবলম্বনে ইতিহাস ও নাটকাদি প্রস্তুত করেন। বর্ত্তমান সমাজ-দৃষ্টিকারক মনীষিগণ এ বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিলে বোধ হয়, দেশের অধিকতর উপকার হইবে।

